১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
২০২৬

একটি নিরাপদ ও মানবিক বাংলাদেশের ইশতেহার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

WWW.JAMAAT-E-ISLAMI.ORG

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

WWW.JAMAAT-E-ISLAMI.ORG

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন

সততা
হ্যাঁ

ঐক্য
হ্যাঁ

ইনসাফ
হ্যাঁ

দক্ষতা
হ্যাঁ

কর্মসংস্থান
হ্যাঁ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

WWW.JAMAAT-E-ISLAMI.ORG

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন

দুর্নীতি না

ফ্যাসিবাদ না

আধিপত্যবাদ না

বেকারত্ব না

চাঁদাবাজি না

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

WWW.JAMAAT-E-ISLAMI.ORG

বিষয়সূচি

ভূমিকা ০৯

সরকার পরিচালনায় আমাদের ২৬টি অগ্রাধিকার ১০

প্রথম ভাগ

জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষায় একটি বৈষম্যহীন, শক্তিশালী ও মানবিক বাংলাদেশ ১২

০১. শাসনব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার ১৪
০২. রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ১৫
০৩. কার্যকর জাতীয় সংসদ ১৬
০৪. নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার ১৭
০৫. সুশাসন নিশ্চিতে জবাবদিহিতামূলক জনপ্রশাসন ১৮
০৬. স্থানীয় সরকারব্যবস্থা ১৯
০৭. দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ ২০
০৮. স্বরাষ্ট্র ও আইনশৃঙ্খলার মৌলিক উন্নয়ন ২২
০৯ আইন ও বিচারব্যবস্থা ২৪
১০. তথ্য ও গণমাধ্যম ২৫

দ্বিতীয় ভাগ

আত্মনির্ভরতার পথে নিজ পায়ে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ২৬

১১. পররাষ্ট্রনীতি ২৮
১২. প্রতিরক্ষানীতি ২৯
১৩. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ ৩০

بسم الله الرحمن الرحيم

বিষয়সূচি

তৃতীয় ভাগ

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যাপকভিত্তিতে কর্মসংস্থান ৩২

১৪. মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অর্থনীতি ৩৪
১৫. বাণিজ্য ৩৭
১৬. বস্ত্র ও পাট ৩৮
১৭. শিল্প ৩৯
১৮. শ্রম ও কর্মসংস্থান ৪০
১৯. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ৪২

চতুর্থ ভাগ

স্বনির্ভর কৃষি ও প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন ৪৪

২০. আগামীর কৃষি ৪৬
২১. খাদ্য ৪৭
২২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ৪৮
২৩.পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন ৪৯
২৪. পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ৫০

বিষয়সূচি

পঞ্চম ভাগ

মানবসম্পদ ও জনজীবনের মৌলিক মানোন্নয়ন ৫২

২৫. শিক্ষাব্যবস্থা ৫৪
২৬. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ৫৯
২৭. সংস্কৃতি ৬২
২৮. ধর্ম ও নৈতিকতা ৬৩

ষষ্ঠ ভাগ

সমন্বিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ৬৪

২৯. যোগাযোগ ও যাতায়াত ৬৬
৩০. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন ৬৭
৩১. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ৬৮
৩২. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত ৬৯
৩৩. ভূমিব্যবস্থাপনা ৭০

বিষয়সূচি

সপ্তম ভাগ

যুবকদের নেতৃত্বে প্রযুক্তি বিপ্লব ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ৭২

৩৪. যুব ও ক্রীড়া ৭৪
৩৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ৭৫
৩৬. ডাক ও টেলিযোগাযোগ ৭৬

অষ্টম ভাগ

সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র ৭৮

৩৭. সমাজকল্যাণ ৮০
৩৮. নিরাপদ নারী ও শিশু ৮২
৩৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ৮৪
৪০. মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই বিপ্লব ৮৫
৪১. দুর্যোগব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ ৮৬

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

WWW.JAMAAT-E-ISLAMI.ORG

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

ভূমিকা

উর্বর ভূমি, বিপুল তরুণ জনশক্তি, সহনশীল ও উদার জনগোষ্ঠী এবং সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে এক অপার সম্ভাবনার দেশ। জনসংখ্যার দিক থেকে এটি বিশ্বের অষ্টম এবং মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আগমনের আগে মুঘল সাম্রাজ্য ছিল বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। আর বাংলা ছিল সেই সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশ।

১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালে বাংলার মানুষ পরপর দু'বার স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও অগণতান্ত্রিক নেতৃত্বের কারণে সেই স্বাধীনতা অর্থবহ হয়ে ওঠেনি। নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে যে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল, গত পনেরো বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থায় তা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে।

২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের তিনটি প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের নির্বাচনব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্রকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। এই সময়ের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃত্বকে হত্যা করা হয়েছে। দেশের ৫৭ জন দেশপ্রেমিক সেনা অফিসারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম ও নির্যাতনের মাধ্যমে সার্বিকভাবে দেশকে এক বিভীষিকাময় টর্চারসেলে পরিণত করা হয়েছিল । হাজার হাজার মা তাদের সন্তান হারিয়েছেন। অসংখ্য পরিবার তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে। লাখো হামলা-মামলায় রাজনৈতিক নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষের জীবন চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। প্রায় সব বিরোধী রাজনৈতিক দল, মত ও সংগঠন জুলুমের শিকার হয়েছে।

এই সময়েই দেশের অর্থনৈতিক খাত গভীর সংকটে নিপতিত হয়। লুটপাট ও অর্থ পাচার বাড়তে থাকে। ব্যাংকখাত ধ্বংসের পথে যায়। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দ্রুত বিস্তৃত হয়। সব মিলিয়ে আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশ একটি ভয়াবহ অর্থনৈতিক পতনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে আজ দেশের তরুণ সমাজের একটি বড় অংশ কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

সেই নিকষ অন্ধকার কেটে জাতীয় ঐক্যের মধ্য দিয়ে তরুণদের নেতৃত্বে সংঘটিত জুলাই বিপ্লব এক নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে। শহীদ আবু সাঈদ থেকে শহীদ শরীফ ওসমান হাদীসহ হাজারো তরুণ জীবন উৎসর্গ করেছে একটি ফ্যাসিবাদবিহীন, স্বাধীন ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে। তাদের আত্মত্যাগ দেশের গণতন্ত্র, মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথে এক নতুন সকালের ইঙ্গিত দিয়েছে।

বহু দশক ধরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে সৎ, যোগ্য ও সুশৃঙ্খল মানুষ গড়ে তুলতে। আওয়ামী শাসনের ১৫ বছরে জামায়াতে ইসলামী দেশের সবচেয়ে নিপীড়িত রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। দলের শীর্ষ নেতৃত্বসহ অগণিত কর্মী ও সমর্থক ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তবুও জামায়াত নেতৃত্ব কখনো প্রতিহিংসার রাজনীতির পথে যায়নি। বরং তারা সবসময় দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। সংযম, ধৈর্য ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তারা অব্যাহত রেখেছে।

এখনই সময় বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তোলার। তরুণ সমাজকে সঙ্গে নিয়ে একটি নিরাপদ, মানবিক, ইনসাফভিত্তিক, সমৃদ্ধ, উন্নত ও শক্তিশালী বাংলাদেশের পথে যাত্রা শুরু করার। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দীর্ঘ গবেষণা ও গভীর চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে একটি আধুনিক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের রূপরেখা প্রস্তুত করেছে।

এই ইশতেহার একটি পরিকল্পিত, দূরদর্শী ও বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি। এটি চটকদার, মনভোলানো বা অবাস্তব প্রতিশ্রুতির দলিল নয়। এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বাস্তবায়নযোগ্য স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি রাষ্ট্রীয় সংস্কারের ওপর। এর ভিত্তি হিসেবে রয়েছে স্বচ্ছ, গতিশীল ও যোগ্য নেতৃত্ব, দক্ষ ও সৎ কর্মীবাহিনী, সুস্পষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্য এবং জনকল্যাণকেন্দ্রিক নীতি।

দেশের সকল ধর্ম, অঞ্চল, নারী-পুরুষ ও শ্রেণি-পেশার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে নতুন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়েই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আজ জাতির সামনে উপস্থাপন করছে 'একটি নিরাপদ ও মানবিক বাংলাদেশের ইশতেহার'।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

একটি নিরাপদ ও মানবিক বাংলাদেশের ইশতেহার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আগামী পাঁচ বছরের সরকার পরিচালনায় ২৬টি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেবে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

২০২৬

01 ‘জাতীয় স্বার্থে আপসহীন বাংলাদেশ’ এই স্লোগানের আলোকে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থে আপসহীন রাষ্ট্র গঠন (National Interest)।

02 বৈষম্যহীন, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক একটি মানবিক বাংলাদেশ গঠন (Social Justice)।

03 যুবকদের ক্ষমতায়ণ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া (Youth First)।

04 নারীদের জন্য নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্র গঠন (Women Participation)।

05 আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে মাদক, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসমুক্ত একটি নিরাপদ রাষ্ট্র বিনির্মাণ (Public Safety and Security)।

06 সকল পর্যায়ে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠন (Zero Corruption)।

07 প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ও স্মার্ট সমাজ গঠন (Tech-based Society)।

08 প্রযুক্তি, ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃষি ও শিল্পসহ নানা সেক্টরে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সরকারি চাকরিতে বিনামূল্যে আবেদন, মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ও সকল ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ (Widespread Employment)।

09 ব্যাংকসহ সার্বিক আর্থিক খাতে সংস্কারের মাধ্যমে আস্থা ফিরিয়ে এনে বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব টেকসই ও স্বচ্ছ অর্থনীতি বিনির্মাণ (Robust and Sustainable Economy)।

10 সমানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতির নির্বাচনসহ সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী করে সুসংহত ও কার্যকর গণতন্ত্র নিশ্চিত করা (Strong and Functional Democracy)।

11 বিগত সময়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় হওয়া খুন, গুম ও বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা (Justice and Human Rights)।

12 জুলাই বিপ্লবের ইতিহাস সংরক্ষণ, শহীদ পরিবার, আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী জুলাই যোদ্ধাদের পুনর্বাসন এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা হবে (July Spirit)।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

WWW.JAMAAT-E-ISLAMI.ORG

১৩ কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার ও কৃষকদের সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে কৃষিতে বিপ্লব সৃষ্টি করা (Agro-Revolution)।

১৪ ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ ভেজালমুক্ত খাদ্য নিরাপত্তা এবং 'তিন শূন্য ভিশন' (পরিবেশগত অবক্ষয়ের শূন্যতা, বর্জ্যের শূন্যতা এবং বন্যা-ঝুঁকির শূন্যতা), বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'সবুজ ও পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ' গড়া (Food Security and Environmental Sustainability)।

১৫ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিতে শিল্পায়ণ ও কর্মসংস্থান তৈরি (Industrialisation)।

১৬ শ্রমিকদের মজুরি ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং মানসম্মত কাজের পরিবেশ; বিশেষ করে নারীদের নিরাপদ কাজের পরিবেশ, সৃষ্টি করা (Reasonable Salary and Hassle-free Job Environment)।

১৭ প্রবাসীদের ভোটাধিকারসহ সকল অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং দেশ গঠনে আনুপাতিক ও বাস্তবসম্মত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা (Pro-Expatriate Approach)।

১৮ সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু (মেজরিটি-মাইনরিটি) নয়; বরং বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সকলের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পিছিয়ে থাকা নাগরিক ও শ্রেণি-গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুবিধা নিশ্চিত করা (Inclusive Nation)।

১৯ আধুনিক ও সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান (Universal Healthcare System) এবং গরিব ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যায়ক্রমে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

২০ সমসাময়িক বিশ্বের চাহিদাকে সামনে রেখে শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার এবং পর্যায়ক্রমে বিনামূল্যে শিক্ষা নিশ্চিত করা (Educational Reform)।

২১ দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রেখে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদার পূর্ণ সংস্থানের নিশ্চয়তা (Provision of Necessities)।

২২ যাতায়াতব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং রাজধানীর সাথে দেশের বিভাগীয় শহরগুলোর সড়ক/রেলপথের দূরত্ব পর্যায়ক্রমে দুই-তিন ঘণ্টায় নামিয়ে আনা। দেশের আঞ্চলিক যোগাযোগ ও ঢাকার অভ্যন্তরীণ যাতায়াতব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনা (Transport Revolution)।

২৩ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসন নিশ্চিত করা (Affordable Housing)।

২৪ ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পূর্ণ বিলোপে চলমান বিচার ও সংস্কার কার্যক্রমকে অব্যাহত রেখে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পুনর্জন্ম রোধ করা (Reform Pro-fascist System)।

২৫ সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মজীবন ও পর্যায়ক্রমে সকল নাগরিকদের আন্তর্জাতিক মানের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (Social Security)।

২৬ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা (Welfare State)।

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন

গণভোটে হ্যাঁ

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

প্রথম ভাগ

জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষায়

একটি বৈষম্যহীন, শক্তিশালী ও মানবিক বাংলাদেশ

প্রথম ভাগ

জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষায় একটি বৈষম্যহীন, শক্তিশালী ও মানবিক বাংলাদেশ

০১. শাসনব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার
০২. রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন
০৩. কার্যকর জাতীয় সংসদ
০৪. নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার
০৫. সুশাসন নিশ্চিতে জবাবদিহিতামূলক জনপ্রশাসন
০৬. স্থানীয় সরকারব্যবস্থা
০৭. দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ
০৮. স্বরাষ্ট্র ও আইনশৃঙ্খলার মৌলিক উন্নয়ন
০৯. আইন ও বিচারব্যবস্থা
১০. তথ্য ও গণমাধ্যম

প্রথম ভাগ

০১ শাসনব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার

ভিশন : সুশাসন নিশ্চিতকরণ, আমাদের অঙ্গীকার

১. জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ও জুলাই সনদের আলোকে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়তে শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসা হবে।

২. আমরা একটি বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে যেসব আইন ও নীতিমালায় বৈষম্য বিদ্যমান, সেগুলো দ্রুত সংস্কার বা বাতিল করা হবে।

৩. সৎ, দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের দিয়ে সরকার পরিচালিত হবে। সকল স্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা হবে।

৪. তরুণদের দেশ পরিচালনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জামায়াত সরকার গঠন করলে মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে যোগ্য ও প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ-তরুণীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৫. শাসনক্ষমতাকে জনগণের পক্ষ থেকে একটি 'আমানত' হিসেবে বিবেচনা করা হবে, যা একজন নাগরিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের ওপর অর্পণ করেন।

৬. ৬৪ জেলা শহর এবং ৫০০ উপজেলা ও ছোট শহরকে পরিকল্পিত শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে। রাজধানী ঢাকাকে একটি স্মার্ট রাজধানী এবং কমার্শিয়াল সেন্টার চট্টগ্রামকে যুগোপযোগী ও সুপরিকল্পিত নগর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭. প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়মতান্ত্রিক জবাবদিহিতার পাশাপাশি দলের পক্ষ থেকে একটি স্বাধীন জবাবদিহিমূলক কাউন্সিল গঠন করা হবে, যেখানে প্রতি মাসে সংশ্লিষ্টরা তাদের কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন ও সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দেবেন।

৮. উন্নয়ন পরিকল্পনা হবে সারাদেশব্যাপী, সকলের অংশগ্রহণমূলক, টেকসই, পরিবেশবান্ধব এবং জনগণের মৌলিক প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্যভিত্তিক।

৯. নারীদের মধ্য থেকে মন্ত্রিসভায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১০. অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে মন্ত্রিসভায়।

প্রস্তাব

০২ রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন

ভিশন : সহনশীল ও ঐক্যমতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ

১. জনগণের বিদ্যমান নানা সমস্যার ইতিবাচক ও সহনশীল সমাধানে 'সেবাধর্মী রাজনীতি' ও একটি গঠনমূলক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করা হবে।

২. রাজনীতিকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনতে ও রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে সুন্দর, সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় আইনগত সংস্কারসহ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) পরিবর্তন আনা হবে।

৩. ফ্যাসিবাদী দল ও নেতাদের বিরুদ্ধে চলমান বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

৪. রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক অর্থনীতি গড়ে তোলার অংশ হিসেবে, আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে (আসন ও ভোটের সংখ্যানুপাতে) রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে বার্ষিক বরাদ্দ দেওয়া হবে।

৫. ক্ষমতাসীন বা প্রভাবশালী যে কারো পক্ষ থেকে রাজনীতির নামে চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ এবং সামাজিকভাবে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬. আমরা জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলা ও তা ধরে রাখার জন্য আমরা সচেষ্ট থাকব। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী অথবা নিবন্ধিত দলগুলোর সঙ্গে নিয়মিত সংলাপের আয়োজন করা হবে।

৭. রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের পরিবেশ সৃষ্টিকারী যেকোনো ঘটনার দ্রুত সমাধানে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বসে সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৮. তরুণ/তরুণীদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং 'সেবাধর্মী রাজনীতি' বিনির্মাণে রাজনৈতিক কর্মশালা ও রাজনৈতিক শিক্ষার/সচেতনতার বিস্তার ঘটানো হবে।

৯. আমরা এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই স্বাধীনভাবে চিন্তা, মতামত প্রকাশ এবং নিজেকে বিকশিত করতে পারে।

প্রথম ভাগ

০৩ কার্যকর জাতীয় সংসদ

ভিশন : সংসদ হবে দেশ গঠন, রাজনৈতিক সমঝোতা এবং জবাবদিহিতার কেন্দ্র

১. সংসদকে কার্যকর করতে ক্ষমতার একক কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রী না হয়ে, ক্ষমতা সংসদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

২. সংসদ সদস্যের মূল কাজ হবে আইন, কর্মকৌশল ও নীতি প্রনয়ণ করা।

৩. বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও অনুপাতের চেয়ে অধিক হারে সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর অধিকাংশ সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হবে, এসব কমিটির বৈঠক নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়কে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে। সংসদীয় কমিটিগুলোকে শক্তিশালীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, জনবল, সরঞ্জাম ও অর্থ প্রদান করা হবে।

৪. জাতীয় সংসদকে পুনরায় জনগণের আস্থার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিভিন্ন চুক্তি ও রাষ্ট্রীয় সফরের বিষয়ে সংসদে উন্মুক্ত আলোচনা হবে।

৫. সংসদ সদস্যরা যাতে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন, সে লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হবে। দলীয়ভাবে এমপিদেরকে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ স্বাধীনতা প্রদান করব।

০৪ নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার

ভিশন : অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সুসংহত ও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধানের সংস্কার করা হবে।

২. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পিআর (Proportional Representation) পদ্ধতির প্রবর্তন করা হবে।

৩. সকল স্তরের নির্বাচনে ব্যয় হ্রাসে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নির্বাচনী ব্যয় যৌক্তিক সীমার মধ্যে নির্ধারণ করে দেওয়া হবে।

৪. নির্বাচনে পেশীশক্তি, কালো টাকা এবং অতিরিক্ত ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সীমার বাইরে ব্যয় না হয় তা নিশ্চিত করতে কঠোর আইন প্রণয়ন ও শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

৫. নির্বাচন কমিশন এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ের নির্বাচন অফিসে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী অথবা কমপক্ষে ১০টি আসন বা ৩% ভোট পাওয়া দলগুলোর প্রতিনিধিদের পর্যবেক্ষক হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিধান করা হবে। তারা প্রয়োজন অনুযায়ী কমিশনের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন, তবে ভোটাধিকার থাকবে না।

৬. সকল ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে।

৭. ভোটারদের মধ্যে নির্বাচনের গুরুত্ব, ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি করতে ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৮. নির্বাচন কমিশনকে পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার এবং কারিগরি ও আর্থিক শক্তিশালীকরণ করা হবে।

প্রথম ১০০ দিন

০৪ সুশাসন নিশ্চিতে জবাবদিহিতামূলক জনপ্রশাসন

ভিশন : জনবান্ধব এবং কার্যকর জনব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ

১. **সকল স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা :** প্রশাসনের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা, পেশাদারিত্ব ও জবাবদিহিতাসহ সুশাসনের (Good Governance) নীতিমালা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। জনবান্ধব প্রশাসন গড়ে তুলতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

২. জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা নিয়মিত জনতার মুখোমুখি হবেন।

৩. সকল দপ্তরে অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System) চালু করা হবে, যার মাধ্যমে জনগণ সহজে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবে। অভিযোগ প্রতিকারের হালনাগাদ অবস্থা বিষয়ক তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

৪. **ডিজিটাল ও এআই (Artificial Intelligence)-ভিত্তিক সেবা :** সরকারি সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ডিজিটাল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। সরকারি সেবা সহজ, স্বল্প সময়ে এবং হয়রানিমুক্ত করার লক্ষ্যে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' চালু করা হবে।

৫. **এক ক্লিকেই সরকারি সেবা :** একটি কেন্দ্রীয় ই-গভর্ন্যান্স পোর্টাল (যেমন 'MyGov'-এর অনুরূপ) তৈরি করা হবে, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থাকবে এবং সেখান থেকে বহুমাত্রিক সরকারি সেবা ঘরে বসেই এক ক্লিকে পাওয়া যাবে।

৬. **প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি :** প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দ্রুত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা হবে। প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে দক্ষ ও দ্রুতগতির সেবা নিশ্চিত করা হবে।

৭. **দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স :** দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে। সরকারি অফিসে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং সব গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি ও সেবাকে শতভাগ অনলাইনে রূপান্তর করা হবে।

৮. **ঘুষ ও তদবির প্রতিরোধ :** ঘুষ, লবিং ও তদবির বন্ধে সকল সরকারি লেনদেন সম্পূর্ণ অটোমেটেড ও ডিজিটালাইজড করা হবে।

৯. **প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি :** সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। বিশেষভাবে ডিজিটাল ও এআই-ভিত্তিক প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন আনা হবে।

১০. **চাকরি ও বেতন কাঠামো :** সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। আগামী অর্থবছর থেকে একটি নতুন ও যুগোপযোগী বেতন কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

১১. **প্রশাসনিক সংস্কার :** মন্ত্রণালয় ও বিভাগ পুনর্গঠনে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হবে।

১২. **দুর্নীতিগ্রস্ত খাত সংস্কার :** প্রশাসনের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট, এনআইডি ও অন্যান্য নাগরিক পরিসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক সংস্কার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

১৩. **নিয়োগ প্রক্রিয়ার গতিশীলতা :** বিসিএসসহ সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় দীর্ঘসূত্রিতা কমিয়ে একটি নিয়োগ প্রক্রিয়া বিজ্ঞপ্তি থেকে চূড়ান্ত নিয়োগ পর্যন্ত এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

১৪. সরকারি চাকরিতে আবেদনের ক্ষেত্রে কোনো ফি নেওয়া হবে না। চাকরিতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন দলীয় আনুগত্যে নয়; বরং মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে।

১৫. সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মপদ্ধতি পুংখানুপুংখভাবে পর্যালোচনা ও সহজীকরণ করা হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের ব্যবস্থা করতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা বন্ধ করা হবে।

১৬. **স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্যাডারে বিশেষ ব্যবস্থা :** স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগের জন্য পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন (PSC) গঠন করা হবে। ডাক্তার ও শিক্ষকদের জন্য আলাদা পদোন্নতির ব্যবস্থা চালু করা হবে।

১৭. সকল প্রশাসনিক ট্রেনিং ম্যানুয়ালে সুশাসন ও নৈতিকতার প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

০৬ স্থানীয় সরকারব্যবস্থা

ভিশন : ন্যায্যতার ভিত্তিতে পরিষদ এবং সারাদেশের উন্নয়ন

১. তিন স্তরের (জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ) ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারকে পুরোপুরি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক সংস্কার সাধন করা হবে।

২. সকল স্তরের উন্নয়ন পরিচালিত হবে স্থানীয় সরকারের অধীনে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের কাজ হবে তদারকি ও সমন্বয় করা।

৩. সিটি গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর অধিকাংশ নাগরিকসেবা (যেমন : পানি ও স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি) সরাসরি তাদের অধীনে হস্তান্তর করা হবে।

৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্জিত রাজস্ব যথাযথভাবে সংরক্ষণ, সঠিক ব্যবহারে বিকশিত করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্বাধীন বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা দেওয়া হবে এবং সেগুলোকে একটি কেন্দ্রীয় সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা হবে।

৫. স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় হস্তক্ষেপমুক্ত করা এবং জনগণের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা বাড়াতে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার আনা হবে।

৬. স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৭. ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ওয়ার্ড সভা, উন্মুক্ত বাজেট সভা এবং সামাজিক নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।

৮. স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৯. উপজেলা ও জেলা পরিষদকে কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও আর্থিক উৎস নির্ধারণ করে তার কাঠামোগত সংস্কার সাধন করা হবে।

প্রথম ভাগ

০৭ দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ

ভিশন : দুর্নীতিমুক্ত দেশ

১. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হবে। যেকোনো স্তরে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পদ্ধতিগত সংস্কার বাস্তবায়ন করা হবে।

২. প্রশাসনের সকল স্তরে সেবাসমূহ ডিজিটালাইজ করে সরাসরি যোগাযোগ ও তদবির বন্ধ করা হবে।

৩. শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা, নৈতিক নেতৃত্ব এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা সংবলিত পাঠ্যক্রম যুক্ত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সৎ ও মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৪. সরকারি দপ্তরের সর্বত্র সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে, যাতে সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়।

৫ দুর্নীতির জন্য শাস্তি নিশ্চিতে দ্রুত বিচারের মাধ্যমে শাস্তি কার্যকর করা হবে।

৬. দুর্নীতিবাজদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া হবে।

৭. দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও সিভিল সোসাইটিসমূহের ভূমিকা আরও সক্রিয় করতে আইনি ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করা হবে।

৮. মন্ত্রী ও এমপিসহ সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণী জনসাধারণের সামনে পেশ করতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৯. দুর্নীতিরোধে সকল পর্যায়ের কাঠামোগত পর্যালোচনা করে দুর্নীতি সুযোগগুলোকে প্রতিরোধ করা হবে। বড় বড় দুর্নীতির উৎসসমূহ পর্যালোচনা করে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৯. 'আমার টাকা আমার হিসেব' অ্যাপ চালুর মাধ্যমে সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসেব প্রদান করা হবে।

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ
আমার টাকা, আমার হিসাব
সরকারের আয়-ব্যয় জানার শক্তিশালী ডিজিটাল প্ল্যাটফরম ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন
কয়েক ক্লিকেই জানা যাবে কর, ঋণ, অনুদান, রেমিট্যান্স ও সেবামূলক খাতের থেকে সরকারে আয়ের পরিমাণ
দেখা যাবে কোন খাতে, কোন প্রকল্পে, কত টাকা খরচ হচ্ছে
জেলা, উপজেলা ও থানা পর্যায়ের হিসাব পাওয়া যাবে
ব্যয়ের অসঙ্গতি হলে প্রশ্ন বা অভিযোগ জানানো যাবে
নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
আমার টাকা আমার হিসাব
আয়
ব্যয়
দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে
দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন

০৪ স্বরাষ্ট্র ও আইন-শৃঙ্খলার মৌলিক উন্নয়ন

ভিশন : উন্নত আইন-শৃঙ্খলা, শান্তির জনপদ

১. **পুলিশ বাহিনী পুনর্গঠন :** স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া, আধুনিক ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং এআইসহ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সৎ, দক্ষ, আধুনিক, মানবিক ও জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা হবে।

২. **দুর্নীতিমুক্ত পুলিশ প্রশাসন:** পুলিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতিমুক্ত করতে কার্যকরী ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পুলিশ সদস্যদের বেতন, আবাসন, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত পুলিশ প্রশাসন গড়ে তোলা হবে।

৩. **জনমুখী পুলিশিং** : জনগণের মনে পুলিশ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করতে কমিউনিটি পুলিশিং ও বিট পুলিশিং ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

৪. আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ট্রেনিং ম্যানুয়েলে ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক অনুশাসন অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৫. **আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা :** নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্ট গার্ড ও আনসার বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা হবে। বাহিনীগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময় ও যৌথ অভিযান সক্ষমতা বাড়ানো হবে।

৬. **আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালীকরণ :** আনসার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, তাদের আধুনিক প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে প্রান্তিক অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের কার্যকারিতা বাড়ানো হবে।

৭. **সন্ত্রাস ও চরমপন্থা দমন :** সন্ত্রাস ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি ব্যাপক গণসচেতনতা গড়ে তোলা হবে।

৮. **নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ :** নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, নিপীড়ন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য আলাদা ট্রাইব্যুনাল, হেল্পলাইন ও ভিকটিম সাপোর্ট সেল জোরদার করা হবে।

৯. **স্মার্ট সিটি নিরাপত্তা :** বড় শহরগুলোতে স্মার্ট সিসিটিভি, ফেস রিকগনিশন, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, রোবটিক নজরদারি এবং দ্রুত রেসপন্স ইউনিট গঠন করে নগর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

১০. **কারা সংস্কার :** জেলখানা সংস্কার করে কারাবন্দিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ, কারা দুর্নীতি দূরীকরণ এবং কারারক্ষীদের দক্ষতা ও মানবিকতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

১১. বাংলাদেশে পুলিশ ব্যবস্থার আইনি কাঠামো ঔপনিবেশিক আমলের (১৮৬১ সাল) পুলিশ আইন এবং রেগুলেশনের মাধ্যমে আজও পরিচালিত হচ্ছে। এই ধরনের ঔপনিবেশিক আইনসমূহ পরিবর্তন করা হবে। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে (২০২৪-২০২৫) পুলিশ রিফর্ম কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হবে।

১২. পুলিশের কার্যক্রমে কোনোভাবেই যেন রাজনৈতিক দলের প্রভাব না পড়ে তা নিশ্চিত করা হবে।

১৩. বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও অপরাধীদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান বন্ধ করা হবে।

১৪. কোনো মামলায় দোষী নয়, এমন ব্যক্তিদের মামলার মাধ্যমে হয়রানি এবং এ সংক্রান্ত দুর্নীতি বন্ধ করা হবে।

১৫. পুলিশি হেফাজতে থাকা বন্দিদের অধিকার রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোকে ম্যাজিস্ট্রেটের নজরদারিতে আনা হবে।

১৬. **ডিজিটাল পাহারাদার** অ্যাপের মাধ্যমে যেকোনো অপরাধের (যেমন চাঁদাবাজি, ঘুষ, নারী নির্যাতন) বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ডিজিটালি রিপোর্ট করা যাবে, যেখানে রিপোর্টকারীর পরিচয় গোপন রাখা হবে।

ডিজিটাল পাহারাদার

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

- চাঁদাবাজি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নাগরিকদের ব্যবহার উপযোগী একটি ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন
- চাঁদাবাজি, ঘুষ, মাদক, সন্ত্রাসসহ যেকোন অপরাধের ভিডিও/অডিও/ছবি সংযুক্ত করে অভিযোগ করা যাবে
- তাৎক্ষণিক অভিযোগ পৌঁছাবে প্রশাসনের কাছে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ। অভিযোগের অগ্রগতি অ্যাপ দিয়ে লাইভ ট্র্যাক করা যাবে
- অভিযোগকারীর পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে
- স্মার্টফোন না থাকলেও হটলাইনে অভিযোগ করা যাবে

প্রথম ভাগ

০৯ আইন ও বিচারব্যবস্থা

ভিশন : কল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

১. **বিচার প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন ও মামলার জট নিরসন :** মামলার জট কমাতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

২. **বিচারক নিয়োগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন :** বিচার প্রক্রিয়া দ্রুততর করতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা হবে।

৩. **স্বতন্ত্র প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থা গঠন :** বিদ্যমান প্রসিকিউশন ব্যবস্থাকে আধুনিক ও দক্ষ করার লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রসিকিউশন সার্ভিস গড়ে তোলা হবে।

৪. **নিবর্তনমূলক ও মানবাধিকার পরিপন্থী আইন সংস্কার :** গণগ্রেফতার, রিমান্ডে নির্যাতন, গুম এবং আয়নাঘরের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথ বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫. **ধর্মভিত্তিক পার্সোনাল ল' সংস্কার ও সংরক্ষণ :** মুসলিমদের জন্য ইসলামী শরীয়াহর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ স্বতন্ত্র মুসলিম পার্সোনাল ল' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।। এছাড়া বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে পার্সোনাল ল' সংক্রান্ত বিশেষ বেঞ্চ স্থাপন করা হবে।

৬. নারীরা যাতে তাঁদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি যথাযতভাবে বুঝে পায়, তা নিশ্চিত করা হবে।

৭. **পারিবারিক আদালত আইন ও বিধিমালার আধুনিকায়ন :** পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫-এর বিধিসমূহ সংস্কার করা হবে। আপসমূলক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি কাউন্সিল বা কমিশন গঠনের বিধান যুক্ত করা হবে, যেখানে শিক্ষক, পেশাজীবী, আলেম ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

৮. **বিশেষায়িত আদালত স্থাপন ও সম্প্রসারণ :** বিচার প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা হবে। বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপন করা হবে।

৯. **গ্রাম আদালত ও আইনগত সহায়তা ব্যবস্থা পুনর্গঠন :** গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০২৪ এবং আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ সময়োপযোগী করে সংস্কার করা হবে।

১০. **সাক্ষ্য আইন আধুনিকায়ন :** সাক্ষ্য আইন ২০২৪ এর ধারণাপত্র ও খসড়াকে সময়োপযোগী করে আধুনিক বিধান সংযোজন করা হবে।

১১. **পুরাতন আইনসমূহের যুগোপযোগীকরণ :** ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধিসহ অন্যান্য পুরাতন আইন যুগোপযোগী করে সংস্কার করা হবে।

১২. **ওয়াকফ ও যাকাতসংক্রান্ত আইন সংস্কার :** ওয়াকফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২; ওয়াকফ (সংশোধন) আইন, ২০১৩; ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ এবং যাকাত তহবিলব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ যথাযথভাবে সংস্কার করে ওয়াকফ ও যাকাতব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও সময়োপযোগী করা হবে।

১৩. দীর্ঘসূত্রিতা পরিহারের জন্য প্রকৃতি অনুযায়ীপ্রতিটি মামলার বিচারের জন্য সর্বোচ্চ সময়কাল বেঁধে দেওয়া হবে।

১৪. ইসলামী অর্থনীতি, বীমা (তাকাফুল), ব্যাংকিং খাতের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা হবে।

১৫. সারা দেশে গরিব ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তিদের আইনি বিষয়ে সহায়তায় থানা পর্যায়ে সরকারিভাবে লিগ্যাল এইড সেল গঠন করা হবে।

১৬. রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক ও পুনর্বাসনমূলক (restorative justice) একটি ট্রুথ অ্যান্ড হিলিং কমিশন গঠনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে, যেখানে জাতিসংঘের কারিগরি সহায়তা থাকবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে গত পনেরো বছরে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনগুলোর সত্য উদ্ঘাটন এবং জাতির জন্য একটি নতুন অধ্যায় সূচনা করা হবে।

১০ | তথ্য ও গণমাধ্যম

ভিশন : অবাধ তথ্যপ্রবাহ, স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যমের নিশ্চয়তা

১. গণমাধ্যমে সুস্থ ও সৃজনশীল চিন্তার প্রসারের লক্ষ্যে জাতীয় গণমাধ্যম নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

২. সংবিধান ও মানবাধিকারের আলোকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

৩. ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সরকারের আমলে গণমাধ্যমে যেসব ফ্যাসিবাদী দমননীতি প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলোর পূর্ণ পর্যালোচনা করা হবে।

৪. অতীতে বন্ধ করা পত্রিকা, টিভি, নিউজ পোর্টাল পুনরায় চালুর সুযোগ দেওয়া হবে এবং অবৈধভাবে ডিক্লারেশন বাতিলের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫. রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও বাসসকে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রেখে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হবে। বেসরকারি টেলিভিশনকে রাষ্ট্রীয় সংবাদ প্রচারে বাধ্য করার সংস্কৃতি বন্ধ করা হবে।

৬. সাংবাদিকদের জন্য ওয়েজবোর্ড নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাংবাদিকদের ওয়েজবোর্ডও হালনাগাদ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৭. ডিএফপি (তথ্য অধিদপ্তর) বিজ্ঞাপন বিতরণে স্বচ্ছতা ও বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করা হবে।

৮. গণমাধ্যমে পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে সাংবাদিক সংগঠন ও প্রেস কাউন্সিলকে কার্যকর, স্বচ্ছ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে। বিশেষ করে প্রেস কাউন্সিলের বিচারিক ক্ষমতা বাড়ানো হবে।

৯. গুজব, অপপ্রচার ও অপসাংবাদিকতা রোধে সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতাকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে উৎসাহিত করা হবে।

দ্বিতীয় ভাগ

আত্মনির্ভরতার পথে নিজ পায়ে দাঁড়ানোর প্রত্যয়

দ্বিতীয় ভাগ

আত্মনির্ভরতার পথে নিজ পায়ে দাঁড়ানোর প্রত্যয়

১১. পররাষ্ট্রনীতি
১২. প্রতিরক্ষানীতি
১৩. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

দ্বিতীয় ভাগ

১১ পররাষ্ট্রনীতি

ভিশন : পারস্পরিক সম্মান, ন্যায্যতা ও সমমর্যাদামূলক পররাষ্ট্রনীতি

১. বিশ্বে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশি পাসপোর্টের মর্যাদা বাড়ানো : বিশ্বে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশিদের মর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টার পাশাপাশি বাংলাদেশি পাসপোর্টের মর্যাদা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২. প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক : ভারত, ভুটান, নেপাল, মায়ানমার, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও থাইল্যান্ডসহ প্রতিবেশী এবং নিকট প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে পারস্পরিক সম্মান ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে।

৩. মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাড়ানো হবে।

৪. উন্নত বিশ্বের সাথে সম্পর্ক : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, কানাডাসহ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সাথে গঠনমূলক সম্পর্ক তৈরি করা হবে।

৫. পূর্ব ইউরোপ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা : পূর্ব ইউরোপ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক সম্প্রসারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৬. জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় সক্রিয় সম্পৃক্ততা : শান্তি, নিরাপত্তা, মানবাধিকার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো বৈশ্বিক বিষয়গুলো মোকাবিলায় জাতিসংঘ এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলোতে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ আরও জোরদার করা হবে।

৭. আঞ্চলিক সংস্থায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ: সার্ক, আসিয়ানের মতো আঞ্চলিক সংস্থাগুলোতে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখা হবে।

৮. রোহিঙ্গাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা উদ্যোগ: রোহিঙ্গা সংকটের শান্তিপূর্ণ, টেকসই সমাধান ও তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় নিশ্চিত করা হবে।

৯. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী : জাতিসংঘ শান্তি রক্ষাবাহিনীতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখা হবে।

১০. বৈধ ও স্বচ্ছ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সমর্থন ও সহযোগিতা করবে।

১২ | প্রতিরক্ষানীতি

ভিশন : কার্যকর প্রতিরক্ষা স্বাধীনতার পূর্বশর্ত

১. জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন : বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা ও যুগের প্রতিরক্ষা বাস্তবতাকে সামনে রেখে দেশের সকল প্রতিরক্ষা অংশীজনের সাথে সমন্বয় করে একটি যুগোপযোগী 'জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি' প্রণয়ন করা হবে।

২. নতুন মিলিটারি ডকট্রিন তৈরি : জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতিমালার আলোকে পুরোনো ভিশন ২০৩০ আধুনিকায়ন ও সময়োপযোগী করে ভিশন ২০৪০ তৈরি করা হবে।

৩. সামরিক গবেষণা সংস্থা : বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে সমন্বিত ভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি 'জাতীয় সামরিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করা হবে। এই সংস্থার প্রধান লক্ষ্য হবে বাংলাদেশকে অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও সরঞ্জামগুলোতে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সব ধরনের গবেষণা সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় করা।

৪. সামরিক বাহিনীর বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণ : দেশের সার্বিক সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিজস্ব সামরিক প্রযুক্তি অর্জন, বিকাশ ও সুদূরপ্রসারী সক্ষমতা সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হবে।

৫. নিজস্ব সামরিক সক্ষমতা অর্জন ও প্রযুক্তির বিকাশ সুদৃঢ়করণ : শতভাগ সামরিক আত্মনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদন এবং প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি অর্জন নিশ্চিত করে ২০৪০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্র দেশে তৈরির সক্ষমতা অর্জন করা হবে।

৬. গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর আধুনিকীকরণ : রাষ্ট্রীয় ও সামরিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর আধুনিকীকরণ, সংস্কার ও পুনঃবিন্যাস করা হবে।

৭. স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে সামরিক প্রশিক্ষণ : ১৮-২২ বছর বয়সি তরুণ-তরুণীদের জন্য ৬-১২ মাসের একটি সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করার প্রক্রিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

৮. দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে পর্যায়ক্রমে সেনাসদস্য সংখ্যা বাড়ানো হবে।

৯. সীমান্তে মাদক চোরাচালানসহ সকল প্রকাশ্য অবৈধ ও অপরাধমূলক কাজ প্রতিরোধে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানো হবে।

১৩ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ

ভিশন : পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য জ্বালানির নিশ্চয়তা

১. **দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণ :** আমদানি-নির্ভরতা কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনশোর (On-shore) ও অফশোর (off-shore), উভয় ক্ষেত্রেই দ্রুততর ও স্বচ্ছ গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানো হবে। বাপেক্সের সক্ষমতা বাড়ানো হবে।

২. পিডিবির সক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ ও সিস্টেম লস কমিয়ে বিদ্যুতের দাম কমানো হবে।

৩. **২০৩০ সালের মধ্যে সৌর জ্বালানিতে দ্রুত রূপান্তর :** বিশ্বব্যাপী জ্বালানি প্রবণতা ও জাতীয় জলবায়ু প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সৌরবিদ্যুতের দিকে সাহসী ও দ্রুত রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে বৃহৎ সোলার পার্ক তৈরি, বাসাবাড়ির ছাদে (রুফটপ) সোলার প্যানেল প্রতিষ্ঠায় প্রণোদনা প্রদান, নেট মিটারিং সম্প্রসারণের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ ১০ গুণ বাড়ানো হবে।

৪. এলপিজি ও এলএনজি-কে পরিচ্ছন্ন ও নির্ভরযোগ্য জ্বালানির বিকল্প হিসেবে উন্নীত করা হবে।

৫ আন্তর্জাতিক আইন মেনে পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো হবে।

৬. **জ্বালানি স্থিতিশীলতার জন্য কয়লার ব্যবহার সীমিতকরণ :** দেশীয় কয়লার ভূমিকা জ্বালানি নিরাপত্তা ও বৈচিত্র্যময় জ্বালানি মিশ্রণে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় পরিবেশগত সুরক্ষা বজায় রেখে এর সীমিত ও দায়িত্বশীল ব্যবহারের নীতি গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে কৌশল হবে বিদ্যমান কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর দক্ষতা বাড়াতে নির্গমন নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি, আধুনিক বয়লার এবং উন্নত অপারেশনাল মানদণ্ড সমন্বিত করা।

৭. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (BERC) স্বাধীনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৮. কুইক রেন্টালসহ অন্যান্য দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা দূর এবং সর্বস্তরে জ্বালানির অপচয় রোধ করা হবে।

৯. দেশীয় ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও উন্নত তেল শোধনাগার স্থাপন করার মাধ্যমে জ্বালানির দাম কমানো ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করা হবে।

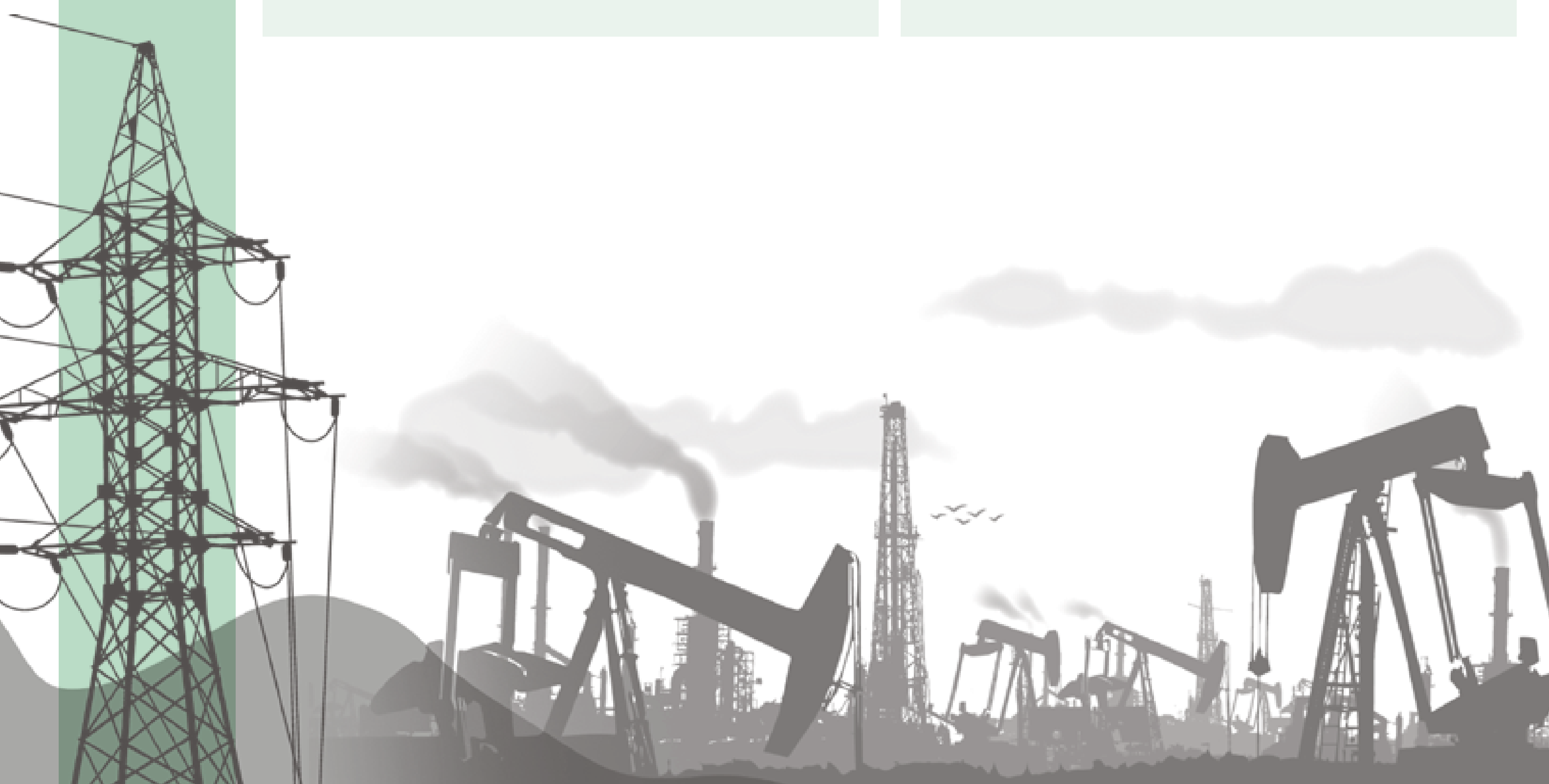

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

WWW.JAMAAT-E-ISLAMI.ORG

তৃতীয় ভাগ

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যাপকভিত্তিতে কর্মসংস্থান

তৃতীয় অংশ

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যাপকভিত্তিতে কর্মসংস্থান

১৪. মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অর্থনীতি
১৫. বাণিজ্য
১৬. বস্ত্র ও পাট
১৭. শিল্প
১৮. শ্রম ও কর্মসংস্থান
১৯. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

১৪ মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অর্থনীতি

ভিশন : বিশ্বের ৩৫তম অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ২০তম-এ উন্নীতকরণ

১. আমরা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দুই ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার স্বপ্ন দেখি, যেখানে মাথাপিছু আয় দাঁড়াবে ১০ হাজার ডলার। এজন্য প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষি, স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, আইসিটি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

২. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল করার মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে ৭ শতাংশে উন্নীত করা হবে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং সকল পদ্ধতিগত জটিলতা দূর করার মাধ্যমে বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে।

৪. বিনিয়োগকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ইনভেস্টমেন্ট বন্ড মার্কেট গড়ে তোলা হবে।

৫. প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কার, সহজীকরণ ও করের আওতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ জিডিপির ১৪ শতাংশে উন্নীত করা হবে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হবে।

৬. রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগসহ মোট ব্যয় জিডিপির ২০ শতাংশে উন্নীত করা হবে।

৭. নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাত্রা সহজ করার জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত উন্নীত করা হবে।

৮. বাজেট ঘাটতি যাতে কোনোক্রমেই জিডিপির ৫ শতাংশ অতিক্রম না করে তা নিশ্চিত করা হবে।

৯. সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করা হবে।

১০. করপোরেট ট্যাক্স (corporate tax) পর্যায়ক্রমে ২০%-এর নিচে নামিয়ে আনা হবে।

১১. বর্ধিত রাজস্ব অগ্রাধিকার খাতসমূহে যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, গৃহায়ণ, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, যোগাযোগ অবকাঠামো/পরিবহন খাতে ব্যয় করা হবে।

১২. দুর্নীতি, অপচয় ও অদক্ষতা দূর করে সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধির সর্বাত্নক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

১৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্বশাসন ও ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিত করা হবে।

তৃতীয় অংশ

১৪ মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অর্থনীতি

ভিশন : বিশ্বের ৩৫তম অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ২০তম-এ উন্নীতকরণ

১৪. ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভুত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খেলাপী ঋণ দ্রুততম সময়ে সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনাসহ আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আর্থিক খাত সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে।

১৫. বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৬. বিদ্যমান মুদ্রা পাচার আইনসহ আর্থিক খাতের অন্যান্য আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে।

১৭. শেয়ার বাজারে সকল প্রকার অনিয়ম ও কারসাজি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া এবং আস্থাহীনতা দূর করে শেয়ার বাজারকে গতিশীল ও কার্যকর করা হবে। শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারীর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা হবে।

১৮. রপ্তানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা হবে। এ লক্ষ্যে অ্যাডভান্সড টেক্সটাইল, চামড়া, পাট, ফ্রিল্যান্সিংসহ আইটি সার্ভিস ও এগ্রো-প্রসেসিং খাতকে আধুনিকায়ন করা হবে।

১৯. প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI) বৃদ্ধির বাঁধাসমূহ অপসারণ এবং বাংলাদেশকে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল (Global Supply Chain)-এ কার্যকর অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

২০. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/কোম্পানিসমূহকে লাভজনক ও প্রতিযোগী সক্ষম প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর এবং অলাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থলে প্রয়োজনে অন্যান্য শিল্প স্থাপন করা হবে।

২১. জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা, জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রেমিট্যান্সের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হবে।

২২. সরকারি সম্পদের অপচয়, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ ও value for money নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরীক্ষাব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক সুচর্চার (International Best Practice) আলোকে সংস্কার ও শক্তিশালী করা হবে।

২৩. দুর্নীতিরোধে সরকারি ক্রয় ও টেন্ডারে স্মার্ট কন্ট্রাক্টভিত্তিক স্বচ্ছ ব্যবস্থা চালু করা হবে।

১৪ মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অর্থনীতি

ভিশন : বিশ্বের ৩৫তম অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ২০তম-এ উন্নীতকরণ

২৪. কাস্টমস ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ডিজিটালাইজেশন, ফ্যাক্টরি-গেট কনটেইনার সিলিংব্যবস্থা চালু করা হবে।

২৫. খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনায় শিল্প, প্রযুক্তি ও কৃষিক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসংস্থান নীতি গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে একটি Employment and Entrepreneur Ecosystem গড়ে তোলা হবে।

২৬. দেশের সমগ্র বেকার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানকে গতিশীল করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত 'দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়' নামে মন্ত্রণালয় এবং 'কর্মসংস্থান অধিদপ্তর' নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২৭. 'কর্মসংস্থান অধিদপ্তর'-এর আওতায় প্রত্যেক জেলায় জেলা কর্মসংস্থান অফিস এবং প্রত্যেক উপজেলা ও মেট্রোপলিটান এলাকার থানাসমূহে 'থানা কর্মসংস্থান অফিস' প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২৮. হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকের জন্য ভাতা কর্মসূচির পরিসর বৃদ্ধি করা হবে। কর্মবীমা (Employment Insurance) চালু করা হবে।

২৯. বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রত্যাশীদেরকে যে সকল ট্রেডে উচ্চ বেতনে চাকরির সুযোগ রয়েছে, সে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৩০. কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে এসএমইকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অর্থায়ন ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, কর প্রণোদনা, দক্ষতা উন্নয়ন ও বাজারসংযোগের মাধ্যমে বিশেষত তরুণ ও নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হবে।

৩১. সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে মৎস্যসম্পদ, জ্বালানি, বন্দর, সামুদ্রিক বাণিজ্য ও নীল পর্যটনকে টেকসই ও আধুনিক পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সুনীল অর্থনীতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩২. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত সংগ্রহ ও সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা হবে।

৩৩. বাংলাদেশে সফল ইসলামী ব্যাংক ও বীমা খাতের বিকাশে সহায়তা করা হবে।

৩৪. কমার্শিয়াল কোর্ট স্থাপনের মাধ্যমে শিল্প ও বাণিজ্যসংক্রান্ত আইনি জটিলতার দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে।

৩৫. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ যাতে সঠিক তথ্য দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন খাতের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে, তার উদ্যোগ নেওয়া হবে। বানানো ও অতিরঞ্জিত তথ্য ভবিষ্যতে না দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা করা হবে। সংগৃহীত তথ্য যেন সরকারের অন্য দপ্তরের সাথে ইন্টার-অপারেবল (Interoperable) হয়, সে ব্যবস্থা করা হবে।

১৫ বাণিজ্য

ভিশন : সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

১. **রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও উন্নয়ন:** পাঁচ বছরে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গার্মেন্টস ছাড়াও চামড়া, পাটশিল্প, হালকা প্রকৌশল, ওষুধ ও কৃষি-প্রক্রিয়াজাত পণ্যে গুরুত্ব দিয়ে বৈচিত্র্যময় পণ্য রপ্তানি সম্প্রসারণ করা হবে।

২. **বাণিজ্য নীতিমালা সংস্কার ও আধুনিকায়ন:** পাঁচ বছরে বিশ্বমানের আধুনিক বাণিজ্যনীতি প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) পাঁচ বছরে ১৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হবে।

৩. **ই-কমার্স ও ডিজিটাল বাণিজ্য অবকাঠামো:** পাঁচ বছরে ডিজিটাল বাণিজ্যে আঞ্চলিক নেতৃত্ব গ্রহণ করার লক্ষ্যে ১) প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড, 5G ও মহাদেশীয় ক্যাবল প্রবেশ করে ডিজিটাল অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা, ২) ক্যাশলেস (cashless) লেনদেনের সুযোগ বাড়িয়ে মোবাইল ও ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবহার উদ্ভাবন করা হবে।

৪. **ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায্য বাণিজ্য:** পাঁচ বছরে ভোক্তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভোক্তা ফৌজদারি আদালত দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে প্রতারক ব্যবসায়ীকে দণ্ড প্রদান করা হবে।

৫. **আমদানির বিকল্প ও দেশীয় মূল্য সংযোজন:** পাঁচ বছরে প্রধান আমদানিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরতা ৩০% হ্রাস করা হবে।

১৬ বস্ত্র ও পাট

ভিশন : পরিবেশবান্ধব বস্ত্র শিল্প ও পাটের ব্যবহার

১. পাট শিল্পের পুনর্জাগরণ (জুট রেনেসাঁ) লক্ষ্যে ২০২৭ সালের মধ্যে ১০টি প্রধান খাদ্যপণ্যে পাটজাত পণ্যের (ব্যাগ, প্যাকেজিং) বাধ্যতামূলক ব্যবহার ও প্লাস্টিক নিষেধাজ্ঞার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০টি নতুন বাজারে প্রবেশ করা হবে।

২. 'টেক্স-এডু ২০৩০' উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেক্সটাইল ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠা, জাতীয় পাঠ্যক্রমে বস্ত্রপ্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও এআই-নির্ভর উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত, গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, বিশেষায়িত ট্রেনিং এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অংশীদারিত্বের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য বস্ত্র ও পাটবিষয়ক নিয়ন্ত্রণ একটি 'সুপার-মন্ত্রণালয়' এ উন্নীতকরণ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (BITBD) প্রতিষ্ঠা, টেক্সটাইল রেগুলেটরি অথরিটি (TRA) গঠন করে লাইসেন্সিং, মান নির্ধারণ, প্রণোদনার ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা করা হবে।

৪. অর্থ ও বাণিজ্যিক পদক্ষেপে নিয়ে ২০২৭ সালের মধ্যে ৬০টি উচ্চমূল্য বাজারে রপ্তানির জন্য শুল্কমুক্তি সুবিধা, উৎপাদন/রপ্তানিমুখী উদ্যোক্তাদের ৩০% ভর্তুকির আওতায় 'গ্রিন টেক্সটাইল ট্যাক্স ক্রেডিট' চালু করা হবে।

৫. ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা জোনে ১-২টি করে মিলকে 'মডেল মিল' হিসেবে চালু করে সৎ ও দক্ষ প্রশাসন এবং প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করা।

৬. উন্নত মানের বীজ সরবরাহের মাধ্যমে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

৭. বায়োডিগ্রেডেবল পাটব্যাগের উৎপাদন, বিপণন, প্রচারণা ও আইনগত সহায়তা নিশ্চিত করা।

তৃতীয় অংশ

১৭ | শিল্প

ভিশন : দেশীয় কাঁচামালে স্বনির্ভর শিল্প

১. **ওষুধ শিল্প :** বিদেশি কাঁচামাল নির্ভর (৯৮%) ওষুধের শিল্পের দেশীয় কাঁচামাল তৈরিতে ওষুধ কোম্পানিগুলোকে কর সুবিধা দেওয়া হবে। ওষুধের কাঁচামাল তৈরির কারখানায় গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সংযোগ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেওয়া হবে। দেশে আন্তর্জাতিক মানের বায়োইকুইভ্যালেন্স টেস্ট ল্যাব (Bioequivalence Test Lab) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওষুধের গুণগত মান নিশ্চিত করা হবে।

২. **গাড়ি প্রস্তুত কারখানা :** মোটর ও মোটর সাইকেল যন্ত্রাংশ তৈরি করতে প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকারের স্টিল এবং এলয় (alloy) আমদানিতে শুল্ক কমিয়ে আনা হবে। এক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে সেসব আমদানিকৃত পণ্য বাইরে বিক্রি বন্ধ করা হবে। একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধ্যাপক, গবেষক, ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে গবেষণা টিম গঠন করে রপ্তানি উপযোগী গাড়ি প্রস্তুতের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে।

৩. **ফলমূল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ :** এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন ফল ও সবজির প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা হবে (যেমন, রাজশাহীতে আমের জুস, লিচুর জুস তৈরির কারখানা; ঠাকুরগাঁওয়ে আলুর চিপ্স, টমেটো সস; গাজীপুরে কাঠালভিত্তিক শিল্প)।

৪. **ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প :** রপ্তানি মুখী ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক ডিজাইনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক মানের পণ্য তৈরির ব্যবস্থা করা হবে।

৫. **চামড়াশিল্প:** চামড়ার ন্যায্য দাম নির্ধারণ করে গরিব, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও চামড়া শিল্পের মালিক সবার স্বার্থ রক্ষা করা হবে। চামড়া কারখানাগুলোর পরিবেশ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ইটিপি বিশ্বমানের করার লক্ষ্যে আলাদা টাস্কফোর্স গঠন করে চামড়াশিল্পের মানসনদ প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (এলডব্লিউজি) থেকে স্বীকৃতি আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে

৬. **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প:** ঢাকা শহরের পাশে শিল্প জোন করে পুরাতন ঢাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো স্থানান্তর করা হবে। শিল্পমালিকদেরকে সুলভ মূল্যে প্লট বরাদ্দ, সহজ শর্তে ঋণ এবং টেকনোলজি আপগ্রেডেশনের জন্য টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়া হবে।

৭. **পাট এবং পাটজাত দ্রব্য:** কাঁচা পাট এবং পাটের সুতা রপ্তানির চেয়ে পাটজাত পণ্য রপ্তানি অধিক লাভজনক বিধায় আধুনিক মেশিন ব্যবহার করে পাটের কাপড়, পাটজাত ফ্যাশন সামগ্রী, পাটজাত বিলাসবহুল পণ্য তৈরির জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা হবে।

৮. **গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা:** শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে যা দেশের বিভিন্ন শিল্পের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তার টেকসই সমাধান বের করা, নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রগুলো খুঁজে বের করা, বিদ্যমান শিল্প-কারখানার পরিধি বাড়ানোর জন্য পরামর্শ ও টেকনোলজি সহায়তা দেওয়া এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।

তৃতীয় ভাগ

১৪ | শ্রম ও কর্মসংস্থান

ভিশন : বেকারত্বের অবসান, মেধা-যোগ্যতার সংস্থান

১. বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা বেকারত্ব দূর করে প্রতিটি যুবকের জন্য সম্মানজনক ও নিরাপদ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে প্রায় ৭ কোটি কর্মক্ষম যুবকের জন্য দুই ভাগে কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে (দেশের ভেতরে ও বাইরে)।

২. 'দক্ষতা' প্রকল্পের মাধ্যমে জেলাভিত্তিক হিউম্যান স্কিল ডেভেলপমেন্ট জোন (SDZ) গঠন করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করা হবে। এর জন্য সকল খরচ সরকারি ব্যবস্থাপনায় করা হবে।

৩. দেশের ভেতরে অর্থনীতি বৈচিত্র্যের (diversification) মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরীর জন্য পলিসি প্রস্তুত করা হবে। বিদ্যমান শিল্পের পাশাপাশি নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সিড ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন, ইনোভেশন ইনকিউবেটর তৈরি, কৃষি পণ্য প্রসেসিং শিল্পে সহায়তা, আউট সোর্সিং কাজের প্রশিক্ষণ, ফ্রিল্যান্সারদের প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেট ও সহজে অর্থ লেনদেনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ডাবল ডিজিট বেকারত্বের হারকে সিংগেল ডিজিটে রূপান্তর করা হবে।

৪. কর্মক্ষম প্রতিটি নাগরিকের যথাযথ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, চাকরি এবং বিদেশ কর্মসংস্থানের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি জাতীয় ওয়ার্কফোর্স ডাটাবেস তৈরি করা হবে।

৫. বিদেশে গমনেচ্ছু বেকার জনশক্তির জন্য নতুন বাজার অন্বেষণ, যথাযথ কারিগরি প্রশিক্ষণ, কম খরচে বিদেশ যাত্রার জন্য আন্তঃসরকার চুক্তি, বিদেশে যেতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বছরে ৫০ লাখ যুবকের বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

৬. নারীদের সম্মান রক্ষা করে নিরাপদে কাজ করার পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। মাতৃত্বকালীন সময়ে মায়েদের সম্মতি সাপেক্ষে কর্মঘণ্টা ৫-এ নামিয়ে আনা হবে।

৭. সরকারি চাকরির আবেদনের জন্য ফি নেওয়ার রীতি বাতিল করা হবে।

৮. চাকরির বিজ্ঞপ্তি থেকে শুরু করে নিয়োগ পর্যন্ত সময়ক্ষেপণ বন্ধ করা হবে।

৯. দ্রুত সময়ে নিয়োগ সম্পন্ন করতে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ বিশেষায়িত ক্যাডারগুলোর পরীক্ষা পৃথক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

১০. ব্যবসায়ী সমাজের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হবে।

দক্ষতা

- নিজের পছন্দের কাজে দক্ষ হয়ে আয় করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত একটি প্রকল্প
- ভাতার বদলে পরিশ্রমী ও সম্মানজনক আয়ে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করাই এর মূল প্রতিপাদ্য
- অ্যাপ/ওয়েবসাইটে সহজ রেজিস্ট্রেশন করে ও পছন্দমতো কাজ নির্বাচন করা যাবে
- প্রশিক্ষণের খরচ, থাকা-খাওয়া ও সম্মানী সরকার বহন করবে
- প্রশিক্ষণ শেষে চাকরি, ব্যাবসা বা বিদেশে কাজের সুযোগের ব্যাপারে সাহায্য করা হবে
- বেকারত্ব নিরসনে ও আত্মকর্মসংস্থানের কাঠামোগত সমাধান নিশ্চিত করা হবে

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

১৯ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

ভিশন : সুলভে প্রবাস গমন, স্বাচ্ছন্দময় প্রবাসজীবন

১. প্রবাসী মন্ত্রণালয়কে ম্যানপাওয়ার ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রণালয় হিসেবে ঘোষণা করে এখাতে বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার বিধিমালা প্রনয়ন করা হবে।

২. **দক্ষতা** প্রকল্পের মাধ্যমে জেলাভিত্তিক হিউম্যান স্কিল ডেভেলপমেন্ট জোন (SDZ) গঠন করে প্রয়োজনীয় দক্ষতা (যেমন বিদেশি ভাষা, হাতে কলমে কাজ শেখানো) অর্জন থেকে শুরু করে ভিসা প্রদান পর্যন্ত সব খরচ সরকারি ব্যবস্থাপনায় করা হবে।

৩. প্রবাসীদের বিদেশে আসা থেকে শুরু করে প্রবাসে চাকরি, ট্রেনিং, ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও প্রসেসিং-এর জন্য দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ, ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নির্ধারণ করে তা সমাধান করা হবে।

৪. প্রবাসীদের বিশেষ ভূমিকা ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করা হবে যাতে তাঁরা দেশে বিনিয়োগের নিরাপদ পরিবেশ, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়।

৫. প্রবাসীদের বিদেশ গমন এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল সিন্ডিকেট ও রিক্রুটমেন্ট সিন্ডিকেট প্রথা বাতিল ঘোষণা করে সর্বজনীন ব্যবসায়ীদের জন্য শ্রমবাজার উন্মুক্ত রাখার ঘোষণা প্রদান করা হবে।

৬. প্রবাসীদের কল্যাণে বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহকে আরও প্রবাসীবান্ধব করে গড়ে তোলা হবে। এক্ষেত্রে প্রবাসীদের মধ্যে থেকে ভলেন্টিয়ার প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে, যারা প্রবাসীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে সরাসরি দূতাবাসের সাথে প্রবাসীদের স্বার্থে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবে।

৭. সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নে প্রবাসীদের অংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী করতে আনুপাতিক হারে সংসদে প্রতিনিধি নির্বাচন বা মনোনয়নের ব্যাপারে ভূমিকা পালন করা হবে।

৮. প্রবাসীদের নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের মানসিক ও ধর্মীয় অনুশীলনের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৯. প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের সমন্বয়ে জবাবদিহিতার জন্য একটি অনলাইন সোশ্যাল প্ল্যাটফরম তৈরি করা হবে যেখানে নাগরিকদের সমস্যা, অভিযোগ, আবেদনের প্রগ্রেস ট্রাকিং লাইভ দেখার ব্যবস্থা থাকবে।

১০. প্রবাসীরা বিদেশে মারা করলে তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী সেখানেই দাফন অথবা দেশে তাদের লাশ পরিবহনের জন্য সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১. বিদেশগামী সকল শ্রমিকদের বিনা খরচে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী দক্ষতা উন্নয়ন এবং ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

১২. বিদেশ যাওয়ার খরচ কমানোর কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে।

দাঁড়িপাল্লায়
ভোট দিন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

WWW.JAMAAT-E-ISLAMI.ORG

চতুর্থ অধ্যায়

স্বনির্ভর কৃষি ও প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন

চতুর্থ ভাগ

স্বনির্ভর কৃষি ও প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন

২০. আগামীর কৃষি
২১. খাদ্য
২২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ
২৩. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন
২৪. পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

চতুর্থ অংশ

২০ আগামীর কৃষি

ভিশন : টেকসই কৃষি উন্নয়নয়ের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা

১. টেকসই কৃষি উন্নয়ন ও দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

২. কৃষি উপকরণে (বীজ, সার, বালাইনাশক, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি) নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে কৃষকের কৃষি উপকরণের প্রাপ্তি নিশ্চিত ও ফসলের উৎপাদন খরচ কমিয়ে খাদ্যপণ্যের দাম সহনশীল পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে।

৩. পণ্যের টেকসই সরবরাহ ও বাজারব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য নিশ্চিত করার জন্য এবং চাহিদা ও যোগানের সমন্বয়ের জন্য গুদাম, হিমাগার, শুকানোর খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

৪. কৃষিতে সকল প্রকার ভর্তুকি, প্রণোদনা ও ঋণ সহায়তা যৌক্তিক হারে চালু রাখা বা বাড়ানো হবে।

৫. কৃষিকে রপ্তানিমুখী করার লক্ষ্যে কৃষিতে দেশি-বিদেশি ও বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি কৃষি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজার উন্নয়নে সহায়তা করা হবে।

৬. কৃষি জমি সুরক্ষা, জমির উর্বরতা রক্ষা ও কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭. সারাদেশে কৃষি উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং বিদেশে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কৃষি শ্রমিক প্রেরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৮:আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করে কৃষিকে অধিকতর লাভজনক করার জন্য কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৯. কৃষি ঋণ আরও সম্প্রসারণ করা এবং শরিয়াহভিত্তিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে।

১০. কৃষি সম্প্রসারণ, গবেষণা ও শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয় সংস্কার করে কার্যকর সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১১. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারের দাম কমিয়ে আনা হবে; বিশেষত জৈব সার ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণ করা হবে।

১২. কৃষিকে উন্নত করার লক্ষ্যে প্রিসিশন এগ্রিকালচার সম্প্রসারণ করা হবে।

১৩. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষিবিদ নিয়োগ এবং দুর্গম এলাকায় কাজ করার জন্য প্রণোদনা দেওয়া হবে।

১৪. তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের কৃষি উৎপাদন টেকসই করা হবে। এছাড়াও পানি ব্যবস্থাপনা ও সেচ কাজের সম্প্রসারণ করা হবে।

১৫. কৃষকদের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তায় উৎপাদিত কৃষিপণ্যের পরিবহনের বিশেষ ব্যবস্থা করে ন্যূনতম দাম নিশ্চিত করা হবে।

১৬. কৃষিখাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে জোর দেওয়া হবে। এর জন্য প্রশিক্ষণ, তথ্য, প্রযুক্তি ও বাজারজাতে বিশেষ সহায়তা করা হবে।

চতুর্থ ভাগ

২১ | খাদ্য

ভিশন : সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা

১. **সাশ্রয়ী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ :** ওএমএস (OMS), খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, টিআর (TR), ভিজিএফ (VGF), মৎস্যজীবী সহায়তা, টিসিবি (TCB)সহ সকল কার্যক্রমের আওতা বাড়িয়ে দারিদ্র জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত এবং এ সকল ক্ষেত্রে ডেটাবেস তৈরি করে প্রকৃত হকদারকে প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

২. **দরিদ্র্য-সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সহায়তা :** নারীপ্রধান পরিবার, বস্তিবাসী, নদীভাঙন এলাকা, চরাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য বিশেষ রেশন প্যাকেজ চালু করা হবে।

৩. **মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর খাদ্যনীতি :** নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্যের দামের ওপর 'স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকরণ নীতি' (automatic stabilizer) প্রয়োগ করা হবে। বাজারে অস্থিরতা দেখা দিলে ওএমএস ও টিসিবির কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবে বৃদ্ধি করা হবে।

৪. 'ফুড অ্যান্ড ড্রাগ রেগুলেটরি অথরিটি' গঠন করে খাদ্য এবং পানীয়তে ভেজাল, নিম্নমানের ওষুধ ও চিকিৎসা প্রতারণার বিরুদ্ধে কঠোর রাষ্ট্রীয় নজরদারি এবং যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

৫. খাদ্যে ভেজালরোধে হোটেল ও রেস্টুরেন্টের রান্নাঘরে সিসিটিভি স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হবে। স্থানীয় প্রশাসন নিয়মিত পরিদর্শন ও নজরদারি চালু করবে।

৬. বিভিন্ন কোম্পানির খাদ্য ও ভোগ্যপণ্য বাজার থেকে র‍্যান্ডম স্যাম্পল নিয়ে সরকারি ও স্বতন্ত্র পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হবে। ভেজাল পণ্য ধরা পড়লে তা গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনসাধারণকে জানানো হবে।

৭. ভেজাল প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল, কারখানা সিলগালা এবং মালিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হবে। পুনরায় ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

৮. **অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ শক্তিশালীকরণ :** সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান-গম সংগ্রহের জন্য ডিজিটাল ক্রয় অ্যাপ চালু করা হবে। সরকারি ক্রয়মূল্যে কৃষকের উৎপাদন খরচ ও যৌক্তিক লাভ নিশ্চিত করা হবে।

৯. **গুদাম ও মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি :** আগামী ৫ বছরে অতিরিক্ত ১৫-২০ লক্ষ মেট্রিক টন মজুদ ক্ষমতা তৈরি করা হবে। আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ, কংক্রিট গুদাম সম্প্রসারণ এবং ল্যাব-সমৃদ্ধ সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হবে।

১০. **আন্তর্জাতিক খাদ্য সংগ্রহ কৌশল :** বহুমুখী উৎস থেকে দীর্ঘমেয়াদি জিটুজি (G2G) চুক্তি করে খাদ্য-সরবরাহ চেইন নিরাপদ রাখা হবে।

১১. **স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা :** খাদ্য বিতরণ চেইনে ব্লকচেইন-ভিত্তিক ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করা হবে। ডিজিটাল ওএমএস ট্র্যাকিং, GPS–ম্যাপিং ও রিয়েল-টাইম মনিটরিং সিস্টেম করা হবে। খাদ্য মজুদ ও বিতরণের স্বচ্ছ তথ্যের ব্যবস্থা করা হবে।

চতুর্থ ভাগ

২২ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

১. গবাদি প্রাণী ও পোল্ট্রির জাত সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও প্রজনন কার্যক্রম আধুনিকায়ন করে দুধ, ডিম ও মাংসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা হবে।

২· টেকসই প্রযুক্তির মাধ্যমে পশু খাদ্যের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ করে খামারের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা হবে।

৩· প্রাণিসম্পদের গবেষণা ও সম্প্রসারণ খাতসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সক্ষমতা যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করা হবে।

৪· প্রাণীজ পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে আমদানি নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্থানীয় উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন করা হবে।

৫· প্রাণীবীমা, প্রাণিসম্পদ জোনিং, ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের সুরক্ষা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো হবে।

৬· বৈশ্বিক জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্রাণী ও পোল্ট্রির জলবায়ুসহিষ্ণু জাত, ফিডার উৎপাদন, বাসস্থান, খামার ব্যবস্থাপনাসহ নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করা হবে।

৭· বীজ/সিমেন প্রত্যয়ন বোর্ড, হালাল পণ্য সার্টিফিকেশন বোর্ড, ডেইরি/পোল্ট্রি উন্নয়ন বোর্ড স্থাপন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৮· ভঙ্গুর/ দুর্বল বাস্তুতন্ত্র যথা হাওর, চর, বরেন্দ্র, কোস্টাল এবং হিলি এলাকার গবাদি প্রাণী ও পোল্ট্রির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হবে।

৯· পুকুরে মাছ চাষ : সারা দেশের সম্ভাব্য সকল পুকুরে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি আন্দোলন সৃষ্টি করা হবে।

১০· মৎস্য উদ্যোক্তা সৃষ্টির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে এবং এর জন্য খাতের ভ্যালু চেইনের সকল সমস্যা দূর করা হবে। প্রক্রিয়াজাত মাছের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ISU, HACCP সনদ নিশ্চিত করা হবে।

১১· দেশীয় মাছের প্রজনন বৃদ্ধির জন্য হালদা নদী ও কয়েকটি বড় হাওড়কে অভয়ারণ্য হিসাবে সংরক্ষণ করা হবে।

১২· হাওড়ের বর্তমান সরকারি লিজ প্রথা বাতিল করে সেগুলোকে অভয়ারণ্য ও সংরক্ষণ করা হবে।

১৩· ইলিশ মাছের প্রজননের সময়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকবে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ উৎসাহিত করা হবে। নিরাপদ মাছ শুকানোর জন্য প্রযুক্তি সহায়তা থাকবে।

১৪· প্রাণী কল্যাণ নিশ্চিত করতে অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার (প্রাণীদের যথাযথ যত্ন, নিরাপত্তা ইত্যাদি) কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

চতুর্থ ভাগ

২৩ | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন

ভিশন : জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে স্থায়ীভাবে খাপ খাওয়ানো আমাদের অস্তিত্বের সংগ্রাম

১. ২০৩০ সালের মধ্যে 'তিন শূন্য ভিশন' (পরিবেশগত অবক্ষয়ের শূন্যতা, বর্জ্যের শূন্যতা এবং বন্যা-ঝুঁকির শূন্যতা) বাস্তবায়নের মাধ্যমে সবুজ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য এগিয়ে নেওয়া হবে।

২. **পরিবেশগত অবক্ষয়ের শূন্যতা :** বন উজাড় নিষিদ্ধ ও দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপণ, নতুন সকল ভবনের আশেপাশে বৃক্ষ রোপনে পর্যাপ্ত তদারকি, সংরক্ষণ ও বৃক্ষায়ণ করা হবে।

৩. **বর্জ্যের শূন্যতা :** 'প্লাস্টিক বোতলের বিনিময়ে গাছ' আন্দোলন চালু করা হবে। ডিপোজিট-রিটার্ন সিস্টেম ও নগর কম্পোস্টিং জোন চালু করা হবে। পলিথিন ব্যাগের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে।

৪. সকল কলকারখানায় বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য ETP (Effluent treatment plant) ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৫. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, কর্ণফুলী নদীসহ বিভিন্ন জলাশয়ের পানি দূষণমুক্ত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

৬. **বন্যা-ঝুঁকির শূন্যতা :** ডাচ ডেল্টা মডেল ও তামিলনাড়ুর দুর্যোগ প্রস্তুতির ধারা গ্রহণ করা হবে। কমিউনিটি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ম্যানগ্রোভ বাফার ও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার ডিজিটালায়ন করা ও 'পানি-সার্বভৌমত্ব' নিশ্চিত করতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো হবে।

৭. **গ্লোবাল অংশীদারিত্ব, স্থানীয় নেতৃত্ব :** বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু কূটনীতির নেতায় পরিণত করা হবে। প্যারিস চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবেশ সুবিচার দাবি ও অধিকার আদায় করা হবে।

৮. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বরাদ্দপ্রাপ্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক লবিং করা হবে।

৯. সকল ফসলকে পর্যায়ক্রমে বিরূপ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়া উপযোগী করা হবে।

চতুর্থ ভাগ

১৪ | পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা

ভিশন : পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনাও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

১. জাতীয় উন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রক্ষায় দেশের পানিসম্পদের সর্বোত্তম ও টেকসই ব্যবহারের জন্য সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কাঠামো জোরদার করা হবে।

২. নদীর নাব্যতা ও প্রাকৃতিক প্রবাহ সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরিবেশসম্মত ও টেকসই নদীব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৩. তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পদ্মার উজানে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণে সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে।

৪. ঢাকার চারপাশের চারটি নদীকে রাজধানীর লাইফলাইন হিসেবে বিবেচনা করে দূষণমুক্তকরণ, নাব্যতা সংরক্ষণে বিশেষ ও সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

৫. কৃষি খাতে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, যেমন আধুনিক সেচ পদ্ধতি ও দক্ষ পানি ব্যবহারের কৌশল, বিস্তৃতভাবে সম্প্রসারণ করা হবে।

৬. গ্রাম ও শহর উভয় পর্যায়ে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭. জাতীয় পর্যায়ে যেকোনো দুর্যোগ, চরম আবহাওয়া বা জরুরি পরিস্থিতিতে মোবাইল ও কমিউনিটি-ভিত্তিক আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু করা হবে।

৮. বন্যাপ্রবণ এলাকায় খাল পুনঃখনন, জলাবদ্ধতা নিরসন এবং জলাশয় পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পানি ধারণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে।

৯. দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে দুর্যোগকালীন উদ্ধার, সহায়তা ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

১০. আন্তর্জাতিক নদীতে বাংলাদেশের ন্যায্য পানির হিস্যা আদায়ে কূটনৈতিক, আইনগত এবং আঞ্চলিক সহযোগিতাভিত্তিক সকল প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

দাঁড়িপাল্লায়
ভোট দিন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
WWW.JAMAAT-E-ISLAMI.ORG

পঞ্চম ভাগ

মানবসম্পদ ও জনজীবনের মৌলিক মানোন্নয়ন

পঞ্চম ভাগ

মানবসম্পদ ও জনজীবনের মৌলিক মানোন্নয়ন

২৫. শিক্ষাব্যবস্থা
২৬. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
২৭. সংস্কৃতি
২৮. ধর্ম ও নৈতিকতা

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

পঞ্চম ভাগ

২৮ | শিক্ষাব্যবস্থা

ভিশন : নৈতিক ও উন্নত জাতি গঠনে সমন্বিত ও সামগ্রিক শিক্ষা

১. **স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন :** শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের জন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের নেতৃত্বে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে।

২. **শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি :** পর্যায়ক্রমে জিডিপির ৬ শতাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে।

৩. বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীকে বিনা-সুদে প্রথম দুই সেমিস্টার ফি সরকার প্রধান করবে।

৪. **শিক্ষা সহায়তা:** দরিদ্র (যাকাত পাওয়ার যোগ্য) শিক্ষার্থীদের মাসে তিন হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে।

৫. স্নাতক পর্যায়ে (বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা) ১ লাখ মেধাবী শিক্ষার্থীকে মাসে দশ হাজার টাকা করে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কর্জে হাসানা (সুদ-মুক্ত ঋণ) দেয়া হবে ।

৬. **প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা :** বাংলাদেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোকে সাধারণ, আলিয়া, কওমী এবং ইংরেজি মাধ্যম; সমস্ত শিক্ষা-ধারার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বাংলা, বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি ও ইংরেজি বিষয়ে অভিন্ন পাঠ্যমান ও পাঠ্যবস্তু প্রণয়ন করা হবে।

৭. **উচ্চশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার :** অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রিসার্চ ও টিচিং ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তর করা হবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা অন্যান্য দেশের সাথে সংগতি রেখে যৌক্তিক হারে বৃদ্ধি করা হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদেশি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অধিভুক্তি চুক্তি সম্পাদন করা হবে যাতে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা নির্ঝঞ্ঝাট উপায়ে উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে যেতে পারে।

৮. উচ্চশিক্ষা সম্পন্নকারী মেধাবীদের দেশে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত ও মেধাপাচার রোধে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

৯. **নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাঙ্গনের নিশ্চয়তা :** সর্বস্তরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার নিপীড়নমুক্ত করে সবার জন্য নিরাপদ করা হবে। সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার্থী পরামর্শসেবা নিশ্চিত করা হবে।

১০. **শিক্ষক নিয়োগ ও বেতন কাঠামো :** স্কুল কলেজে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক নিয়োগ পদ্ধতি ও বেতন কাঠামো প্রচলন করা হবে। পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষকদের উচ্চ গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি কঠোরভাবে বন্ধ করা হবে।

পঞ্চম ভাগ

২৮। শিক্ষাব্যবস্থা

ভিশন : নৈতিক ও উন্নত জাতি গঠনে সমন্বিত ও সামগ্রিক শিক্ষা (Holistic Education)

১১. **মাদ্রাসা শিক্ষা :** মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে কারিকুলামকে আধুনিকায়ন এবং সমন্বিত ও সামগ্রিক শিক্ষানীতি (Holistic Education) গ্রহণ করা হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করা হবে যাতে তারা দক্ষতা অর্জন করে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

১২. মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূরীকরণ, প্রাপ্যতা ও উপযোগিতার আলোকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাদ্রাসাকে সরকারিকরণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সার্বিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আরব বিশ্বসহ বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েটদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৩. ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো প্রাইমারি স্কুলের ন্যায় সরকারি করা হবে। প্রাথমিকভাবে প্রতি জেলায় একটি করে আলীয়া মাদ্রাসা সরকারিকরণ করা হবে।

১৪. **কওমী শিক্ষা ও গবেষণা :** কওমী শিক্ষা কাঠামো ঠিক রাখা, কওমী শিক্ষা সিলেবাস পরিমার্জন ও কওমী শিক্ষার প্রসারসহ সার্বিক উন্নতির জন্য কওমী অঙ্গনের শীর্ষস্থানীয় মুরুব্বী আলেম তথা আকাবিরে আসলাফদের পরামর্শে বাস্তবায়ন করা হবে। কওমী মাদ্রাসার ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও হাইয়াতুল উলইয়ার সার্টিফিকেটের যথাযথ মূল্যায়নসহ সার্বিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৫. **ইসলামী স্কলার ও গবেষক তৈরি :** দেশ-বিদেশে ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার (থিওলজি) জন্য যোগ্য ইসলামী স্কলার তৈরির জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা, উচ্চতর ইলমী ইন্সটিটিউট/সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ প্রয়াজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৬. **অন্যান্য ধর্মীয় ও পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষা :** মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডাভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে

১৭. **শিক্ষা স্বাস্থ্যসেবা ও বীমাব্যবস্থা :** শিক্ষার্থীদের জরুরি ও জটিল রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহায়তা দিতে 'শিক্ষার্থী স্বাস্থ্য ফান্ড' ও বীমা চালু করা হবে।

১৮. **চাকরির প্রস্তুতি, বিনামূল্যে বিদেশি ভাষা ও ট্রেনিং :** ইংরেজি, আরবিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি ভাষা বিনামূল্যে শেখার ব্যবস্থা করা হবে। বিদেশগামীদের জন্য আঞ্চলিক ও বিভাগীয় টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১৯. শিক্ষাকে সহজ ও সার্বজনীন করার জন্য সকল

২৮ শিক্ষাব্যবস্থা

ভিশন : নৈতিক ও উন্নত জাতি গঠনে সমন্বিত ও সামগ্রিক শিক্ষা (Holistic Education)

স্তরের ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন ফি বাদ দেওয়া হবে।

২০. পাঠ্যপুস্তক থেকে ফ্যাসিবাদী উপাদান অপসারণ করে জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো হবে।

২১. গবেষণাকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে শিল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের জন্য সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

২২. উচ্চশিক্ষাকে বিশেষভাবে স্নাতক পর্যায়ের বিষয়গুলোকে চাকরিমুখী কোর্সে রূপান্তর করা হবে, যাতে করে ছাত্ররা পাঠক্রম শেষ করেই দেশে ও বিদেশে চাকরির সুযোগ পায়। চাকরির বাজারে চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন কোর্স চালু ও পাঠ্যসূচি নিয়মিত আপডেট করা হবে।

২৩. প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রী ইন্টার্নশিপের সুযোগ পাবেন। সকল সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ ব্যবস্থা চালু করা হবে। ইন্টার্নশিপ শেষে শিক্ষার্থীদের সনদ দেওয়া হবে।

২৪. বাজারের চাহিদা মাফিক দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উচ্চশিক্ষাকে কর্মমুখী শিক্ষায় পরিবর্তন করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

২৫. দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সকল সরকারি, আধা সরকারি ও ব্যক্তিখাতের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এ কাজে নেতৃত্ব দেবে। সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান চাহিদা মাফিক গুণগত মানের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করবে।

২৬. কম শিক্ষিত বা নিরক্ষর কিন্তু সক্ষম ও আগ্রহীদের জন্য সফল-প্রমাণিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা হবে (যেমন : ভকেশনাল ট্রেনিং, ওস্তাদ-সাগরেদ পদ্ধতি)। প্রত্যেক প্রশিক্ষণের সাথে Internship এর ব্যবস্থা থাকবে। সম্ভাব্য চাকরি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া হবে (Placement Service)।

২৭. উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং ঋণের জন্য অর্থ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া হবে।

২৮. **নারী শিক্ষা :** শিক্ষার সকল ক্ষেত্র ও স্তরে নারীর সমান প্রবেশাধিকার ও অধিকার সংরক্ষণ করা যাতে নারী তার ইচ্ছে অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ ও কর্মে প্রবেশ করতে পারে। নারীরা স্নাতক পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশোনা করতে পারবেন।

পঞ্চম ভাগ

২৫ শিক্ষাব্যবস্থা

ভিশন : নৈতিক ও উন্নত জাতি গঠনে সমন্বিত ও সামগ্রিক শিক্ষা (Holistic Education)

২৯. ইডেন, বদরুন্নেসা ও হোম ইকোনমিকস কলেজকে একীভূত করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ নারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৩০. **শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও আধুনিকায়ন :** জুলাই বিপ্লবপরবর্তী নতুন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে বিবেচনায় নিয়ে নতুন শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হবে।

৩১. বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত স্কুল ও কলেজসমূহের জন্যও সরকারি নির্দেশনা, নির্ধারিত মানদণ্ড এবং যথাযথ তদারকি ও মনিটরিং নীতি প্রণয়ন করা হবে।

৩২. **শিক্ষার মান যাচাই ব্যবস্থার আন্তর্জাতিকীকরণ :** দেশের শিক্ষা প্রশাসনের কাজের মান যাচাই ও মূল্যায়নে একটি স্বচ্ছ ও আন্তর্জাতিকভাবে অনুসরণীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর সংগঠন ওইসিডির ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট ফর ডেভেলপমেন্ট (PISA) প্রোগ্রাম গ্রহনের চেষ্টা করবে বাংলাদেশ, যার সূচনা হতে পারে এর পাইলট সংস্করণ তথা PISA-D।

৩৩. **শিক্ষায় সামাজিক সুরক্ষা :** মাধ্যমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় নিয়ে আসা হবে। পথশিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে।

৩৪. শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত নিরপেক্ষ অডিট ও প্রশাসনিক নজরদারি, ভর্তি ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার মানসম্মত ও স্বচ্ছ পরিচালনা, শিক্ষকদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইন সেবা ও ই-মনিটরিং প্রয়োগ এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রে দ্রুত ও কঠোর প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা হবে।

৩৫. শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনকে বিরাজনীতিকরণ : সকল পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা হবে।

৩৬. **শিক্ষকদের পুনঃপ্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি :** শিক্ষাক্রমের অপরিকল্পিত পরিবর্তনের কারণে শিক্ষা কার্যক্রমে যে ব্যাঘাত ঘটেছে তা নিরসনের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উপকরণ সরবরাহ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। শ্রেণি কার্যক্রমে উপকরণের ব্যবহার ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতার প্রয়োগ নিশ্চিত

২৮| শিক্ষাব্যবস্থা

ভিশন: নৈতিক ও উন্নত জাতি গঠনে সমন্বিত ও সামগ্রিক শিক্ষা (Holistic Education)

করতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মনিটরিং কমিটি গঠন করা হবে।

৩৭. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নারী শিক্ষার্থীদের মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ডে-কেয়ার সুবিধা প্রদান, স্বাস্থ্যজনিত কারণে পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি এবং ডিজিটাল প্রশাসনিক সুবিধাসমূহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩৮. **বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ন্ত্রিত প্রসার সংকোচন ও মানের পুনর্মূল্যায়ন :** উচ্চশিক্ষা সংস্কারে একটি পৃথক কমিশন গঠন করা হবে। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, উন্মুক্ত, প্রতিযোগিতামূলক ও আন্তর্জাতিকীকরণ করা হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেশে শিক্ষার্থী ও ভিজিটিং প্রফেসর এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে (সকল সরকারি বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে)।

৩৯. শিক্ষার্থীদের নাগরিক দক্ষতা (সিটিজেনশিপ স্কিল) বৃদ্ধির জন্য পাঠ্যসূচিতে নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা, প্রজেক্ট-ভিত্তিক ও কমিউনিটি সেবা কার্যক্রম চালু রাখা, স্টুডেন্ট কাউন্সিল ও মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান এবং ডিজিটাল ও বাস্তব জীবনের নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৪০. **শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব, ক্ষমতায়ন ও কার্যকর ছাত্র-সংসদ :** উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতির পরিবর্তে ছাত্র-সংসদভিত্তিক ছাত্র-রাজনীতির প্রচলন করা হবে। নিয়মিতভাবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে ছাত্র-সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে।

৪১. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার কারিকুলামকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), শ্রমবাজারের চাহিদা এবং ধর্মীয় নীতিমালা ও নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন করা হবে।

৪২. অষ্টম শ্রেণির পর থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে চারটি পৃথক ধারায় বিভক্ত করা হবে (ইসলামিক শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা)

পঞ্চম ভাগ

২৬ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

ভিশন: স্বাস্থ্যসেবা সবার অধিকার

১. হাতের নাগালে, কম খরচে, উন্নত মানের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হবে।

২. ৫ বছরের নিচে ও ৬০ বছরের ওপরে সবাইকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হবে।

৩. প্রথম ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে বর্তমান সরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা যোগ্যতার শতভাগে উন্নীত করা হবে। এর জন্য ব্যবস্থাবিধির উন্নয়ন, যন্ত্রপাতির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, সকল পর্যায়ের সেবা প্রদানকারী (চিকিৎসক, নার্স, অন্য কর্মীদের) উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।

৪. সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পর্যায়ক্রমে জাতীয় স্বাস্থ্যবীমা (National Health Insurance) এবং ডিজিটাল হেলথ কার্ড চালু করা হবে।

৫. স্বাস্থ্যখাতে বাজেট পর্যায়ক্রমে তিনগুণ করা হবে।

৬. চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী-রোগীর অনুপাত আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হবে।

৭. দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টসহ সকল পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ প্রদান করা হবে।

৮. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোর সক্ষমতা বাড়িয়ে রাজধানীকেন্দ্রিক চাপ কমানো ও মানুষের ভোগান্তি এবং খরচ কমানো হবে। জেলা এবং উপজেলায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হবে।

৯. সকল জেলায় পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল স্থাপন করা হবে, যাতে দেশের মানুষ নিজ জেলায় পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা পায়। প্রতিটি জেলা সদর সরকারি হাসপাতালে যথাযথ সরঞ্জাম ও জনবলসহ কমপক্ষে ০৫ শয্যার ডায়ালাইসিস সেন্টার, আইসিইউ (ICU), সিসিইউ (CCU) স্থাপন করা হবে।

১০.ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কার্যকর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে রেজিস্টার্ড স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ এবং ওষুধ সরবরাহ করা হবে। শহরে/সিটি কর্পোরেশনের অধীনে প্রতিটি ওয়ার্ডে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র (জিপি সেন্টার) কার্যকর করা হবে। সকল পর্যায়ে রেফারেল সিস্টেম চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

১১. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেলিমেডিসিন এবং রেফারেল সিস্টেম চালু করা হবে।

১২. স্বাস্থ্যখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি নির্মূল করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা-সহ সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের সব আর্থিক আয়-ব্যয় পাবলিক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপি চালু করা হবে।

২৬ | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

ভিশন : স্বাস্থ্যসেবা সবার অধিকার

১৩. সকল হাসপাতালে নারী এবং শিশু চিকিৎসায় অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১৪. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সকল হাসপাতালে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। দীর্ঘমেয়াদি রোগীদের জন্য হোমকেয়ার, রিহ্যাবিলিটেশন এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

১৫. বাংলাদেশের সকল হাসপাতালে প্রবাসীদের চিকিৎসাসেবা সহজীকরণ করা হবে।

১৬. আইন প্রণয়ন করে এবং মনিটরিংয়ের মাধ্যমে হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর কমিশন বাণিজ্য এবং উপহার প্রদানের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা লেখানোর অপ-নিয়ম বন্ধ করা হবে।

১৭. সততা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও মেধার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ক্যাডারদের নিয়মিত পদোন্নতি নিশ্চিত করা হবে।

১৮. জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের দেশের সরকারি হাসপাতালে সেবা নিতে উৎসাহ দেওয়া ও নিশ্চিত করা হবে।

১৯. মানহীন হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সার্বিক মান উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সেবা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সার্বিক মান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অ্যাক্রেডিটেশনের (BAB, ISO, JCI, NABH) মানে উত্তীর্ণ করা হবে।

২০. বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে অপারেশন করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত/ প্রয়োজনীয় জনবল ও যন্ত্রপাতি ও সক্ষমতা আছে কিনা এটা নিশ্চিত করা হবে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হবে।

২১. বর্তমানে চালু মানহীন মেডিকেল কলেজগুলোর মানোন্নয়নে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২২. মানসম্পন্ন ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় দ্রুত জনশক্তি নিয়োগ করে বিএমইউ সুপার-স্পেশালাইজড হাসপাতাল দ্রুত চালু করা হবে।

২৩. বিএমইউসহ সকল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং গবেষণা ও চিকিৎসায় উৎকর্ষের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হবে।

২৪. বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী তৈরির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষার পথ সহজ করা হবে।

২৫. হাসপাতালে রোগী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অধিকার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

২৬. চিকিৎসায় অবহেলা এবং ভুল চিকিৎসার অভিযোগ বিএমডিসি আইনের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করে রোগীদের অধিকার সমুন্নত রাখা হবে। বিএমডিসি

২৬ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

ভিশন: স্বাস্থ্যসেবা সবার অধিকার

অফিস বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে স্থাপনের মাধ্যমে সারাদেশে চিকিৎসার মান তদারকি নিশ্চিত করা হবে।

২৭. হাসপাতালের রোগীদের ভোগান্তি কমাতে সিরিয়াল, ভর্তি, অপারেশন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ প্রাপ্তিতে অটোমেশনের ব্যবস্থা করা হবে।

২৮. ৩০০টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ (EML) নিয়ন্ত্রিত এবং ন্যায্য মূল্যে প্রদান করা হবে; ধাপে ধাপে ৫০০ টিতে উন্নীত করা হবে।

২৯. হাসপাতালে রোগীদের খাবারের গুণগত মান প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট বিরতিতে অজ্ঞাতনামে (anonymously) পরীক্ষা করা হবে।

৩০. বাংলাদেশে একাধিক আন্তর্জাতিক মানের মডেল হাসপাতাল চালু করে মেডিকেল ট্যুরিজমকে ব্র্যান্ডিং করা হবে। চিকিৎসাসেবার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৩১. দেশের 'জরুরি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা'র সক্ষমতা এবং সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা হবে।

৩২. ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে। ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সারসহ অসংক্রামক রোগ (NCD) প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হবে।

৩৩. টিকাদান কর্মসূচিতে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশে ভ্যাকসিন উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করা হবে।

৩৫. মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ করে আসক্তি ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হবে। স্কুল, কলেজ ও কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩৪. প্রতিটি সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

৩৬. সরকারি হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকারি ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড (EDCL)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৩৭. ওষুধ কোম্পানি ও ওষুধগুলোকে গ্রেডেশনের আওতায় আনতে হবে। গ্রেডিং-এর ক্ষেত্রে মেডিসিনের কোয়ালিটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

২৭ | সংস্কৃতি

ভিশন : স্বাধীন বাংলাদেশের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ

১. সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই জনপদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসকে দালিলিকভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২. শিক্ষাক্ষেত্রে উপেক্ষিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের পরিচিতি তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩. ঐতিহাসিক ঘটনাবলির আলোকে বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৪. বিভিন্ন ঐতিহাসিক দিনগুলোকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যে বিশেষ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই দিবসগুলো পালনের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. সাংস্কৃতিক নীতি প্রণয়ন, দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি বিনিময় ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক বোদ্ধা ও সাংস্কৃতিক গবেষকদের নিয়ে একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক কমিশন গঠন করা হবে।

৬. সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ২১টি দপ্তর বা সংস্থার মান উন্নয়ন, যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং গতিশীল করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষজ্ঞ টিম গঠন করা হবে। তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং অধিভুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের শক্তিশালী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৭. দেশের জনগণের বোধ-বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। অশ্লীলতা পরিহার এবং যেকোনো ধর্মের প্রতি অবমাননাকর উপস্থাপনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হবে।

৮. প্রবাসী নতুন প্রজন্মদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের শিল্প-সংস্কৃতি তুলে ধরা এবং বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কালচারাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৯. সাহিত্যিক ও শিল্পীদের অবদানের ভিত্তিতে সম্মানজনক রাষ্ট্রীয় পেনশন ব্যবস্থা চালু করা হবে। দুস্থ ও প্রতিভাবান শিল্পীদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পীকল্যাণ তহবিল বাজেট বৃদ্ধি করা হবে।

১৪ | ধর্ম ও নৈতিকতা

ভিশন : সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ

১. ধর্মীয় বিষয়ে সকল কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্মীয় কার্যক্রম ও সম্প্রতিপূর্ণ কাজে উৎসাহিত করা হবে।

২. ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন করা হবে। পাশাপাশি সব ধর্মের শিশু-কিশোরদের জন্য নৈতিক শিক্ষা ও সহনশীলতা বৃদ্ধির কর্মসূচি চালু করা হবে।

৩. সকল ধর্মের মানুষের অধিকার ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্প্রীতি নষ্টে উঁসকানিমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৪. ইসলামী ফাউন্ডেশনকে যুগোপযোগী করার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক কার্যক্রমকে আরও জোরদার করা হবে।

৫. দেশের প্রতিটি মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের সম্মানজনক বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা হবে। ইমামদের সমাজের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হবে।

৬. হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল সেবা ও পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে।

৭. ওয়াকফ, দান ও ধর্মীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সঠিক তালিকাভুক্তি, ডিজিটাল রেকর্ড এবং স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধির সংস্কার করা হবে।

৮. সামাজিক কল্যাণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মসজিদভিত্তিক মক্তব শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালু করা হবে।

৯. গবেষণা, সাহিত্য, সমাজসেবা, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, মসজিদ ব্যবস্থাপনা, বিরোধ নিষ্পত্তি, প্রভৃতি খাতে ইসলামী ফাউন্ডেশন পুরস্কার চালু করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমন্বিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন

ষষ্ঠ ভাগ

সমন্বিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন

২৯. যোগাযোগ ও যাতায়াত
৩০. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন
৩১. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
৩২. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত
৩৩. ভূমিব্যবস্থাপনা

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

ষষ্ঠ ভাগ

২৯ যোগাযোগ ও যাতায়াত

ভিশন: উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মেরুদণ্ড

১. **সড়কপথ :** প্রতিটি জেলায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বেহাল রাস্তাগুলো মেরামত করা হবে। সারাদেশের সকল কাঁচা রাস্তা, পাকা রাস্তা, সড়ক এবং মহাসড়ক ডিজিটাল ম্যাপিং-এর আওতায় আনা হবে।

২. টেকসই পরিবেশবান্ধব আধুনিক কাঠামোগত উন্নয়নের জন্য দেশের কাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমে দুর্নীতি নির্মূল করা হবে।

৩. **রেলপথ আধুনিকীকরণ :** আন্তঃনগর রেল সংযোগগুলোকে ডাবল লাইন করা হবে যাতে প্রতি ৩০ মিনিট পরপর আন্তঃনগর ট্রেন চালু করা যায়। ঢাকা থেকে বিভাগীয় শহরগুলোতে পর্যায়ক্রমে হাইস্পিড ট্রেন চালু করা হবে

৪. **ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে ডেভেলপমেন্ট :** নদীবন্দরগুলোতে নতুন টার্মিনাল, লাইটিং ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হবে। আধুনিক এবং মধ্যম গতির লঞ্চ চালু করে প্রতি ৬ মাসে একবার পরিদর্শন করে নিরাপত্তা সনদ প্রদান করা হবে যাতে অনিরাপদ লঞ্চ চলাচল করতে না পারে।

৫. **ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার :** ইলেকট্রিক বাইক, অটোরিকশা, কার এবং বাসের জন্য পর্যাপ্ত চার্জিং স্টেশন প্রতিষ্ঠা, নিরাপদ ডিজাইনের অটোরিকশাকে লাইসেন্স প্রদান ও অনিরাপদ অটোরিকশাগুলোর ডিজাইন পরিবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ করার ব্যবস্থা করা হবে।

৬. **ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট পোর্টাল :** রেল, বাস, লঞ্চ, বিমান; সব টিকিট ও তথ্য এক প্ল্যাটফর্মে আনা হবে।

৭. যানবাহন চালকদের মাঝে মাদক ব্যবহার নির্মূলের লক্ষ্যে নিয়মিত ডোপ টেস্ট চালু করা হবে।

৮. চালকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করে গণপরিবহনে অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা (সর্বোচ্চ ৮ ঘণ্টা) রোধ করা হবে।

৯. আন্তর্জাতিক আইন মেনেই বাংলাদেশের সীমান্তগুলোতে পর্যায়ক্রমে সীমান্ত রাস্তা তৈরি করা হবে।

১০. নিরাপদ সড়ক আইন বাস্তবায়ন ও প্রয়োজন নতুন আইন করা হবে।

১১. অঞ্চলভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে নতুন আন্তঃজেলা সড়ক ও রেল যোগাযোগ তৈরি করা হবে।

৩৩ | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন

১. বাংলাদেশকে বৈশ্বিক বিমান যোগাযোগের কেন্দ্র (hub) হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্বের প্রধান সকল বিমান সংস্থার সেবা চালু এবং এয়ারপোর্ট শুল্ক কমিয়ে বিদেশি এয়ারলাইনসসমূহকে আকৃষ্ট করা হবে। দেশের বিদ্যমান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোকে বিমান পরিবহনের রিফুয়েলিং আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২. সৈয়দপুরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করা হবে।

৩. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মান উন্নয়নে সংস্কার করে এর নেটওয়ার্ক, মার্কেট শেয়ার, এয়ারক্র্যাফট ক্যাপাসিটি ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হবে। বিমানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে।

৪. টুরিজম প্রোডাক্ট তৈরি ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে নদীভিত্তিক ও হালাল টুরিজম প্রোডাক্ট তৈরি করা হবে।

৫. পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়নে হোটেল, রিসোর্ট, পার্ক, বিনোদন কেন্দ্র ও শপিং কেন্দ্র খাতে দেশি-বিদেশি বড় বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

ষষ্ঠ ভাগ

৩১ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

ভিশন: পরিকল্পিত, নান্দনিক ও পরিবেশবান্ধব নগর উন্নয়ন

১. পরিকল্পিতভাবে জেলা ও উপজেলা শহরগুলো গড়ে তোলার মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রামের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানো হবে।

২. **ট্রাফিক জ্যামের টেকসই সমাধান :** 'স্মার্ট, একীভূত, টেকসই' পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে ট্রাফিক জ্যাম, দূষণ ও গণপরিবহনের বিশৃঙ্খলা সমাধান করা হবে, যার ভিত্তি হবে প্রযুক্তি, পরিকল্পনা ও জনগণের অংশগ্রহণ।

৩. **AI-কন্ট্রোলড ট্রাফিক সিগনাল :** গুলিস্তান, ফার্মগেট, বনানী, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা; ২০টি হাই ট্রাফিক জংশনে রিয়েল টাইম ট্রাফিক অ্যানালাইসিস অনুযায়ী সিগনাল ব্যবস্থা করা হবে।

৪. **গণপরিবহন সংস্কার :** ফিটনেসবিহীন বাস সার্ভিসের পরিবর্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ, নির্ধারিত রুটে আধুনিক বাস চালু করা হবে। বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেল বাস্তবায়ন করে বাসের মান এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হবে।

৫. **রিকশা ও অটোরিকশার চলাচল নিয়ন্ত্রণ :** নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট টাইম স্লটে রিকশা ও অটোরিকশার চলাচল নির্ধারণ করা হবে। প্রধান সড়কগুলোতে লো-স্পিড যানবাহন নিষিদ্ধ করা হবে।

৬. প্রাইভেট পরিবহনের পরিবর্তে উন্নত ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন উৎসাহিত করা হবে।

৭. **বাইক ও অটোরিকশার আলাদা লেন :** বাইক ও অটোরিকশার আলাদা লেনের ব্যবস্থা করা হবে।

৮. **পার্কিং নীতি বাস্তবায়ন :** মাল্টিস্টোরি পার্কিং সুবিধা চালু করা হবে। 'No Parking Zone' এলাকাগুলোতে নিয়মিত জরিমানা নিশ্চিত করা হবে।

৯. **জোনিং ও শহর পরিকল্পনা সংস্কার :** ঢাকাকে অনেকগুলো প্রশাসনিক সেক্টরে ভাগ করে প্রত্যেক জোনে সকল নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করে যাতায়াতের পরিমাণ হ্রাস করা হবে।

১০. **অনলাইন সেবা নিশ্চিতকরণ :** নাগরিক পরিসেবা অনলাইনে নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানুষের যাতায়াত বহুলাংশে হ্রাস করার চেষ্টা করা হবে।

১১. **জনসচেতনতা ও প্রশিক্ষণ :** চালক ও পথচারীদের ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার বিষয়ে সচেতন করা হবে। স্কুল পর্যায় থেকে ট্রাফিক শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১২. **হেলমেট ও ট্রাফিক আইনের কঠোর প্রয়োগ :** ৬টি মেট্রো এলাকায় ডিজিটাল ক্যামেরা-নির্ভর ফাইন সিস্টেম চালু করা হবে।

১৩. **একটি শহর, একটি কার্ড :** সকল বাস, ট্রেন, বিআরটি ও মেট্রোর জন্য একই ই-টিকিটিং কার্ড/মোবাইল অ্যাপ করা হবে।

১৪. সব সিএনজিকে স্মার্ট মিটার ও GPS ট্র্যাকিং বাধ্যতামূলক করা হবে, যাতে ন্যায্য ভাড়া প্রদান করে নিরাপদে যাতায়াত করা যায়।

১৫. **ই-ফাইন ও লাইসেন্স পয়েন্ট সিস্টেম :** রাস্তার কোথায় ট্রাফিক আইন ভাঙা হচ্ছে, তা CCTV ও AI দিয়ে অটো শনাক্ত করে SMS-এর মাধ্যমে জরিমানা নোটিশ দেওয়া হবে।

১৬. ঢাকার চারপাশে রিং রোড তৈরি করে রাজধানীর ওপর যানবাহনের চাপ কমানো হবে।

১৭. ঢাকায় মালবাহী ট্রাক যাতে শুধুমাত্র রাত ১১টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে।

৩২ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত

ভিশন : সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণ

১. **ডিটেইলড মাস্টারপ্ল্যান :** ঢাকাসহ সব শহর ও পৌরসভার জন্য বিস্তারিত মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি সকল স্থাপনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে।
২. **ভবন নির্মাণ নীতিমালা :** ভবন নির্মাণ নীতিমালা যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত করা হবে এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে স্যাটেলাইট ইমেজভিত্তিক মনিটরিং সিস্টেম চালু করা হবে।

৩. **নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য আবাসন :** নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য স্বল্পমূল্যে নিরাপদ ও টেকসই আবাসন নিশ্চিত করা হবে।

৪. **অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্প নিরাপত্তা :**
- সকল আবাসিক, বাণিজ্যিক ও সরকারি ভবনে বাধ্যতামূলক অগ্নি নিরাপত্তা ও ভূমিকম্প-সহনশীল নকশা বাস্তবায়ন করা হবে।
- পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করে ধাপে ধাপে সংস্কার, রেট্রোফিটিং অথবা পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- ফায়ার এক্সিট, ইমার্জেন্সি সিঁড়ি, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও খোলা জায়গা সংরক্ষণ কঠোরভাবে নিশ্চিত করা হবে।
- **দুর্যোগকালীন জরুরি রেসপন্স ব্যবস্থা :** প্রতিটি শহরে দ্রুত উদ্ধার ও জরুরি সাড়া দেওয়ার জন্য আধুনিক ফায়ার সার্ভিস ও রেসকিউ অবকাঠামো শক্তিশালী করা হবে।

৫. **দুর্যোগকালীন জরুরি রেসপন্স ব্যবস্থা :** প্রতিটি শহরে দ্রুত উদ্ধার ও জরুরি সাড়া দেওয়ার জন্য আধুনিক ফায়ার সার্ভিস ও রেসকিউ অবকাঠামো শক্তিশালী করা হবে।

৬. **জনসচেতনতা ও প্রশিক্ষণ :** ভবন মালিক, নির্মাণ শ্রমিক ও নাগরিকদের জন্য অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্পবিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মহড়া বাধ্যতামূলক করা হবে।

ষষ্ঠ ভাগ

০৩ ভূমিব্যবস্থাপনা

ভিশন : সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণ

১. স্বচ্ছ, দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ভূমিসংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিত করা হবে। এক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমিব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন করা হবে।

২. কৃষি জমি সুরক্ষা, পরিবেশ উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা হবে। অকৃষি জমির সুপরিকল্পিত ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস এবং ভূমি সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর জন্য বাসোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

৩. সরকারি খাসজমি রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪. ভূমি আইনে সংস্কার ও সরকারি নথিপত্র ডিজিটাইজেশনের ব্যবস্থা করা হবে।

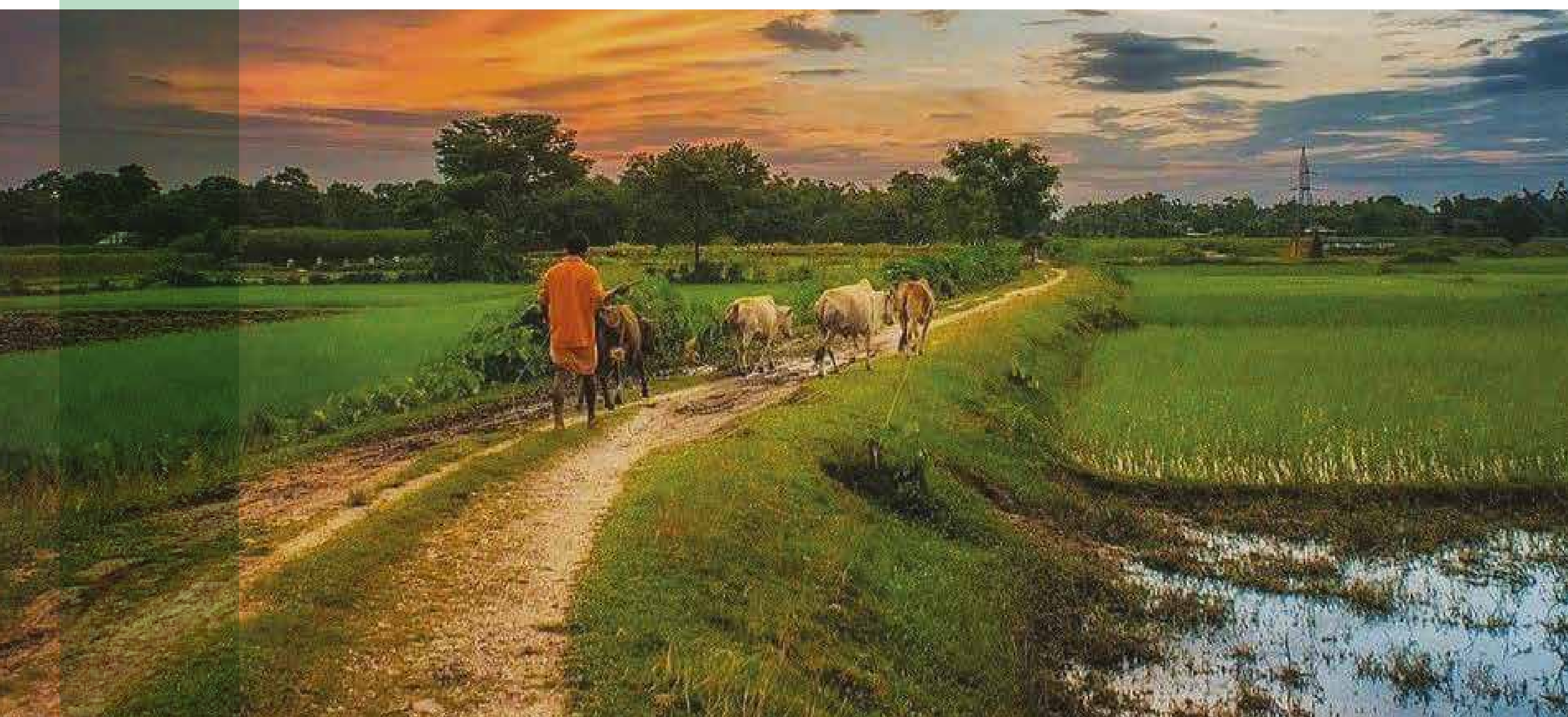

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

WWW.JAMAAT-E-ISLAMI.ORG

সপ্তম ভাগ

যুবকদের নেতৃত্বে প্রযুক্তি বিপ্লব ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

সপ্তম ভাগ

যুবকদের নেতৃত্বে প্রযুক্তি বিপ্লব ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

৩৪. যুব ও ক্রীড়া
৩৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
৩৬. ডাক ও টেলিযোগাযোগ

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

০৪ যুব ও ক্রীড়া

ভিশন : সবার আগে যুবসমাজ

১. দক্ষ, উদ্ভাবনমূলক ও কর্মক্ষম তারুণ্যের বাংলাদেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী যুবনীতি তৈরি করা হবে।

২. ৫ বছরে ১ কোটি তরুণ-তরুণীকে দক্ষতা ও প্রযুক্তিনির্ভর আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মধ্যে থাকবে আধুনিক প্রযুক্তি (AI, IoT, ক্লাউড কম্পিউটিং, সাইবার সিকিউরিটি, গ্রিন টেকনোলজি) ও উদ্যোক্তা দক্ষতায় প্রশিক্ষণ।

৩. প্রত্যেক উপজেলায় 'ইউথ টেক ল্যাব' স্থাপন করে অনলাইন, অফলাইন ও হাইব্রিড মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ট্রেনিং এবং গ্লোবাল ফ্রিল্যান্সিংয়ের সুযোগ স্থাপন করা হবে।

৪. **প্রথমেই চাকরি নয়, প্রথমেই উদ্যোক্তা :** এই নীতির আলোকে বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করা হবে, যেমন : প্রত্যেক উপজেলায় ই-ওয়ার্কহাব-এর মাধ্যমে ১৫ লক্ষ সফল ফ্রিল্যান্সার গড়ে তোলা এবং ৫ বছরে ৫ লাখ নতুন উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৫. নারী, প্রান্তিক ও নৃ-গোষ্ঠী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে। নারীদের জন্য ডিজিটাল কাজ ও উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্মে সংযুক্তির বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা করা হবে।

৬. **প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের তারুণ্য :** সফল ফ্রিল্যান্সার গড়ে তোলার লক্ষ্যে হাইস্পিড ইন্টারনেট, কম্পিউটার, কো-ওয়ার্কিং স্পেস ও ফ্রিল্যান্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং গ্লোবাল মার্কেটপ্লেস (Upwork, Fiverr, Freelancer)-এ সরাসরি সংযুক্তির মাধ্যমে গ্রামের তরুণ-তরুণীদের ঘরে বসেই বৈশ্বিক আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৭. ক্রীড়াতে শিশু/কিশোর, যুবক/যুবতীদের সার্বজনীন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একটি সুস্থ সবল জাতিগঠনের জন্য সামাজিক আন্দোলনের রূপ দেওয়া হবে।

৮. **আধুনিক ও বৈশ্বিক ক্রীড়ায় বাংলাদেশ :** ৫ বছরে ৫০০ আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ তৈরির লক্ষ্য খেলোয়াড় নির্বাচিত হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে। এর জন্য প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের মাসিক বৃত্তি, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণে সহায়তা এবং স্পোর্টস সায়েন্স ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও স্পন্সরশিপ সংগ্রহে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৯. **তরুণ সমাজের সার্বিক অন্তর্ভুক্তি :** সরকারি উদ্যোগে ৫ বছরে ৫০ লক্ষ তরুণের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তরুণদের জন্য আর্থিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত সর্বোচ্চ ২ বছরের জন্য শিক্ষিত বেকারদের কর্জে হাসানা (সুদ-মুক্ত ঋণ) হিসেবে প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা করে 'দক্ষতা বহুমুখীকরণ ফি' (skill recalibration) প্রদান করা হবে।

১০. 'যোগ্যরাই সরকারি চাকরিতে, বয়স কোনো বাঁধা নয়' এই নীতির অনুসরণ করা হবে।

১১. জেলাভিত্তিক Youth Job Bank Initiative এবং বিভাগীয় শহরে ইনকিউবেশন সেন্টারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, মেন্টরিং, বিনিয়োগ এবং প্রতি বছর জাতীয় ও আঞ্চলিক কর্মসংস্থান মেলা আয়োজন করা হবে।

১২. সুস্থ-সবল তরুণ ও যুবসমাজ গড়ে তোলার জন্য মহল্লাভিত্তিক ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ ও সুইমিং পুলের ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে।

১৩. অলিম্পিকসহ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টগুলোতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে।

১৪. জাতীয় পর্যায়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড় তুলে আনার জন্য প্রতি বছর দেশব্যাপী 'ট্যালেন্ট হান্ট' কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।

১৫. ক্রীড়াঙ্গনকে সিন্ডিকেট ও দলীয় প্রভাবমুক্ত করে দক্ষ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা হবে।

১৬. দেশীয় ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলাকে (হাডুডু, কুস্তি, নৌকা বাইচ ইত্যাদি) রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা হবে।

সপ্তম ভাগ

০৮ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

ভিশন : দুর্নীতি নির্মূলের লক্ষ্যে আইসিটি

১. **অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থান লক্ষ্য :** আইসিটির মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি এবং ২০ লক্ষ কর্মসংস্থান এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে ১০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি এবং ২০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হবে।

২. **সুশাসন এবং পরিষেবা প্রদান :** দুর্নীতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে আইসিটি ব্যবহার করা হবে। সরকার গঠনের তিন মাসের মধ্যে সকল সরকারি পরিষেবার জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হবে। সকল পরিষেবার জন্য জন্ম নিবন্ধন এবং ভোটার আইডির বদলে একটি অনন্য (Unique) আইডি চালু করা হবে।

৩. **প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং স্থানীয় শিল্প :** সরকারি প্রকল্পে দেশীয় সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং প্রযুক্তি সংস্থাগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে 'বাংলাদেশ প্রথম' নীতি গ্রহণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উদ্ভাবনী কেন্দ্র, ইনকিউবেটর, স্টার্টআপ অনুদান এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল তহবিল চালু করে একটি দেশব্যাপী স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা হবে।

৪. **নিরাপত্তা এবং আইনি কাঠামো :** একটি জাতীয় সাইবার সুরক্ষা নীতি প্রণয়ন, CIRT শক্তিশালীকরণ এবং নীতিগত হ্যাকিং দল গঠন করা হবে। তথ্য গোপনীয়তা এবং ডিজিটাল অধিকারের জন্য আন্তর্জাতিক মানের আইন করা হবে।

৫ . গ্রাম ও মহল্লায় ব্যক্তি মালিকানায় কিয়স্ক (Kiosk) স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে।

৬. **জবাবদিহিতা এবং বিশ্বব্যাপী প্রচার :** বিগত সরকারের আইটি খাতে দুর্নীতির তদন্ত ও বিচারের জন্য এবং পাচারকৃত তহবিল পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বিশেষ অডিট কমিটি গঠন করা হবে। আইটি রপ্তানি বিপণনের জন্য 'টেক কূটনীতিক' নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

০৬ ডাক ও টেলিযোগাযোগ

ভিশন: সুলভ মূল্যে টেলিকম সেবা

১. টেলিকম বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংস্কার করা হবে, যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বোচ্চ দক্ষতা এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পরিচালনা করে সরকারের রাজস্ব খাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ আয় করতে এবং দেশের সকল স্থানে সুলভ মূল্যে টেলিকম সেবা পৌঁছে দিতে পারে।

২. এই খাতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডেটাভিত্তিক ডিসিশন সিস্টেমের মাধ্যমে সকল প্রকার দুর্নীতি এবং অস্বচ্ছ কার্যক্রমকে প্রতিহত করা হবে।

৩. সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি ইন্টারনেট সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান (আইএসপি), ল্যান্ডলাইন এবং মোবাইল সার্ভিস অপারেটর, স্যাটেলাইট এবং সাবমেরিন সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য লেভেল-প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির লক্ষ্যে সব রকমের পলিসি সাপোর্ট দেওয়া হবে।

৪. সরকারের সকল সেবাসমূহকে ইলেক্ট্রনিক সেবার আওতায় নিয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হবে।

৫. টেলিযোগাযোগ, আইসিটি ও কম্পিউটিং ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্পদ বিনিয়োগ করবে এবং তরুণদের এআই, মেশিন লার্নিং, আইওটি, সাইবার নিরাপত্তা ইত্যাদি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ দেবে।

দাঁড়িপাল্লায়
ভোট দিন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

W W W . J A M A A T - E - I S L A M I . O R G

অষ্টম ভাগ

সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র

অষ্টম ভাগ

সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র

৩৭. সমাজকল্যাণ
৩৮. নিরাপদ নারী ও শিশু
৩৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল
৪০. মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই বিপ্লব
৪১. দুর্যোগব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

০৭ সমাজকল্যাণ

ভিশন : সবার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা

১. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রবর্তিত বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক ব্যবহার করে অতি দ্রুত একটি যুগোপযোগী সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হবে।

২. দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে যাকাত ও ওয়াকফ ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হবে।

৩. দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা এবং সরকারি সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে দেশের দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর একটি পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেজ তৈরি করে দরিদ্র পরিবারসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা কার্ড প্রদান করা হবে।

৪. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনের দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব দূরীকরণে কমিউনিটি নেতৃত্বের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে।

৫. বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীসহ কর্মক্ষম নয়, এমন ব্যক্তিদের জন্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতা আরও সম্প্রসারণ এবং মাসিক ভাতার হার (বর্তমানে মাত্র মাসিক ৬০০ টাকা) বৃদ্ধি করে ক্রমান্বয়ে বাস্তবসম্মত করা হবে।

৬. বার্ধক্যে এই বিপুল বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে।

৭ . আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিহত দরিদ্র ব্যক্তিদের পরিবার এবং পঙ্গু/কর্মক্ষমতা হারানো ব্যক্তিদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি তহবিল গঠন করা হবে।

৮ . মাদক-জুয়াসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধে নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৯. মাদকাসক্ত, ভবঘুরে ও ছিন্নমূলদের স্বাভাবিক জীবনধারায় আনার জন্য 'ফিরে আসা পুনর্বাসন প্রকল্প' গ্রহণ করা হবে।

১০. ক্রাউড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের ধনী ও প্রবাসীদের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে অতি দরিদ্রদের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ, যেমন : কম খরচে স্বাস্থ্য ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা হবে।

দাঁড়িপাল্লায় ভোটদিন
চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ
আমার আয়ের সংসার
৮-১
গ্রামীণ নারীদের স্বাবলম্বী করতে বিশেষ একটি প্রকল্প
ভাতা নয়, প্রশিক্ষণ ও সহায়তায় নিজ আয় ও নিজ কর্মজীবন
প্রশিক্ষণ ও ব্যাবসার উপকরণ এককালীন সরকারি সহায়তায় প্রদান করা হবে
বছরব্যাপী পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা নিশ্চিত করা হবে
প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কর্মক্ষেত্রের ভেতরে সেলাই, হস্তশিল্প, ফ্রিল্যান্সিং, কৃষি, খামার, মৎস্যচাষ উল্লেখযোগ্য
নারীসমাজকে উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর করে অর্থনীতিতে শক্তিশালী ভূমিকা তৈরি করবে এই প্রকল্প

০৮ | নিরাপদ নারী ও শিশু

ভিশন : নারীর ন্যায্য সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং শিশুর প্রতি বিনিয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ গঠন

১. **নারীর মর্যাদা ও সুরক্ষা:** জাতীয় নারী সুরক্ষা টাস্কফোর্স গঠন করে সহিংসতার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

২. **নারী চলবে নির্ভয়ে** লক্ষ্য বাস্তবায়নে ১) নারীদের জন্য আলাদা বাস সার্ভিস (পিক আওয়ারে), ২) গণপরিবহনে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, ৩) দোতলা বাসে আলাদা কম্পার্টমেন্ট চালু, ৪) ইমার্জেন্সি কল নম্বর চালু করা ও ৫) নারীর নিরাপত্তায় ইমার্জেন্সি পোল স্থাপন করা হবে।

৩. **আমার আয়ের সংসার** প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে স্বাবলম্বী করা হবে। এর জন্য হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদি পশু পালন, মাছ চাষ ইত্যাদি প্রকল্প তৈরিতে সরকারি সহায়তা দেওয়া হবে।

৪. নারীবান্ধব নগর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ব্রেস্টফিডিং কর্নার এবং নারীদের জন্য আলাদা টয়লেট ও নামাজের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. **নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা :** জীবনব্যাপী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুযোগ চালু করে নারীদের কর্মজীবনে ফিরে আসার পথ তৈরি করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে ডে-কেয়ার সেন্টার (Day Care Centre) উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়ানো হবে।

৬. **নারীর স্বাস্থ্য ও খেলাধুলা :** মানসিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও ক্যান্সার সচেতনতায় প্রতিটি জেলায় নারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

৭. **আইন সংস্কার :** নারীর সম্পত্তি অধিকার রক্ষায় 'সম্পত্তি সুরক্ষা কমিটি' গঠন করা হবে। উত্তরাধিকার সম্পত্তির মামলা এবং নারী ও শিশু নির্যাতনের দ্রুত বিচারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে। নারীর প্রতি সহিংসতায় জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ ও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু করা হবে।

৮. **হিজড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন :** প্রকৃত হিজড়া সনাক্ত করে পুনর্বাসন করা হবে ও তাঁদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও চাকরির কোটা সংরক্ষণ করা হবে।

৯০. **নারী, শিশু ও পরিবারের উন্নয়ন :** পরিবার কাউন্সেলিং ও মোটিভেশন সেন্টার চালু করা, নিরাপদ বিদ্যালয় কর্মসূচি ও মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য অনুদান ও সেবার পরিসর বাড়ানো হবে।

১০. নারীর সম্পদের অধিকার নিশ্চিতে ধর্মীয় প্রচারণা বাড়ানো হবে।

১১. ভিকটিম নারীর সকল প্রকার আইনি, মানসিক, আর্থিক সহায়তার জন্য প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হবে।

১২. অভাবগ্রস্ত, সুবিধাবঞ্চিত সধবা ও বিধবা নারীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পের মাধ্যমে সাবলম্বী করার লক্ষ্যে এককালীন পুঁজি সরবরাহ করা ও তদারকি করা হবে।

১৩. হাসপাতালে ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরিতে নারী ভিকটিম ও নারী আসামির জন্য নারী চিকিৎসকের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

১৪. দরিদ্র গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী এবং শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য সরকারি সহায়তা বৃদ্ধি করা হবে।

১৫. শিশু খাদ্যের ওপর মূল্য সংযোজন কর (VAT) থাকবে না।

১৬. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের চিকিৎসা, শিক্ষা, ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১৭. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক গঠিত নারী উন্নয়ন বিষয়ক সংস্কার কমিশন যে প্রতিবেদন দাখিল করেছে, তা পর্যালোচনার জন্য একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হবে।

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

- নারীদের ঘরে ও বাইরে নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিতকরণে গৃহীত প্রকল্প ও একটি মাল্টিপারপাস মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন
- পিক আওয়ারে মহিলাদের জন্য আলাদা বাস সার্ভিস ও দোতলায় নিরাপদ কম্পার্টমেন্ট তৈরি করা হবে
- অ্যাপে রিয়েল-টাইম বাস ট্র্যাকিং ও নিরাপদ যাত্রা তথ্য প্রদান করা হবে
- শহরজুড়ে ইমার্জেন্সি পোল স্থাপন করা হবে, যার নির্দিষ্ট বাটন চাপলেই সহায়তা পৌঁছে যাবে মুহূর্তেই
- নামাজের স্থান, টয়লেট ও ব্রেস্টফিডিং কর্নার স্থাপন করা হবে ও অ্যাপের মাধ্যমে এই জায়গাসমূহের লোকেশন ট্র্যাক করা যাবে
- বিশেষ ইমার্জেন্সি নম্বরে কল দিয়ে বা অ্যাপ থেকে ২৪ ঘণ্টা অভিযোগ করা যাবে
- অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে গণপরিবহণে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন

নারী চলবে নির্ভয়ে

০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২. পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগব্যবস্থা, পানি) প্রাপ্তি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য বিদূরীকরণ এবং সকল জনগোষ্ঠীর সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৪. পার্বত্য তিনটি জেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪০ মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই বিপ্লব

১. মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও লক্ষ্য (সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার) রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠির কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

২. শিক্ষার্থীদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা হবে।

৩. আধুনিক ও টেকসই ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা চালু করা হবে।

৪. জুলাই বিপ্লবের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তরে আধুনিক ও টেকসই ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলকভাবে পরিচালনা করা হবে।

৫. জুলাই বিপ্লবে শহীদ এবং জুলাই যোদ্ধাদের জন্য প্রতি মাসে অনুদান ও ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৬. জুলাই বিপ্লবে শহীদের পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ এবং কর্মযোদ্ধা হিসাবে তাদেরকে পুনর্বাসন করা হবে। আহত ও পঙ্গু জুলাই যোদ্ধাদের চিকিৎসার সকল খরচ সরকারি কোষাগার থেকে নির্বাহ করা হবে।

৪১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ

১. বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ও ভূমিধসের মতো সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে যার মাধ্যমে সতর্কবার্তা জারি, দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর পূর্বপ্রস্তুতি এবং দুর্যোগপরবর্তী বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Action Plan) গ্রহণ করা হবে।

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ বাড়ানো নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটিভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও বড় সংখ্যায় প্রশিক্ষণের সেবক তৈরি করা হবে।

৩. দুর্নীতিমুক্ত এবং স্বচ্ছ ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে 'যাকাত এবং সাদাকাহ-ভিত্তিক' অনুদান গ্রহণ করা হবে।

৪. দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রস্তুতির জন্য জাতীয় নীতি প্রণয়ন করা হবে।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা এবং দুর্বল গোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

৬. মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাড়ানো হবে এবং এই মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি দমনের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে।

৭. বন্যাদুর্গত এলাকায় বেড়িবাঁধ ও বৃক্ষরোপণ বাড়ানো হবে।

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

WWW.JAMAAT-E-ISLAMI.ORG

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

WWW.JAMAAT-E-ISLAMI.ORG